নকুড় বাবু

(নূতন নক্সা)

'ভজহরি-সর্দ্দার প্রণেতা'

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতা

৮১নং কলেজ ষ্ট্রীট, পশুপতি প্রেসে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা—বহুবাজার ৭নং পঞ্চাননতলা লেন হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য আট আনা।

ভূমিকা।

আমি সখ্ করিয়া আমোদের জন্য এই বহি লিখি নাই; বড়ই মনঃকষ্টে লিখিয়াছি। কেন মনঃকষ্ট,—ভাবুক পাঠক বহি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। বলিয়া রাখি, এ বহি নাটক নহে, নক্সা মাত্র। সুতরাং নাটকের চরিত্র-চিত্রণ-গুণ এ নক্সায় পূর্ণাংশে সম্ভবিতে পারে না। পাঠক এই বহি পড়িবার কালে এইটুকু মনে রাখিবেন, ইহাই আমার বিনীত অনুরোধ। আমার অকৃত্রিম সুহৃৎ দাতাকর্ণ, হরিবাসর, দীনবন্ধু প্রভৃতি বিবিধ সুপ্রসিদ্ধ গীতাভিনয়-গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ-প্রকাশে বিশেষ আগ্রহাতিশয্য দেখাইয়াছেন। এ পক্ষে পশুপতি প্রেসের শ্রীমান মাখমলাল রায় এবং শ্রীমান সুদর্শন চট্টোপাধ্যায়ের যত্নও আমি ভুলিতে পারিব না। জগদম্বা ইহাদের মঙ্গল করুন। ইতি সন ১৩১৬ সাল। ১০ই মাঘ।

গ্রাম সেনেট।
পোঃ সেনেট।
জেলা হুগলী।

শ্রীহরিমোহন দেবশর্ম্মা
মুখোপাধ্যায়।

"THE ABSENTEE LANDLORDS.

There is little sympathy between the tenants and their landlords as the latter do not live on their estates and take no interest in works of public utility or improvement."

An extract from the report of the commissioner of the Presidency Division for the past official year

1909.

পল্লীবাসী জমিদার মাত্রেই যে সহরবাসী এবং প্রজাগণের প্রতি সম্যকরূপ সহানুভূতি-শূন্য, এমন কথা প্রকৃত নহে; আমি এমন কথা বলি না। খাস্ পল্লীবাসী প্রজা-বৎসল জমিদারও অনেক আছেন। ইহাঁদের সংখ্যা যতই বাড়িবে, পল্লীগ্রাম-সমূহের পক্ষে ততই মঙ্গল।

গ্রন্থকার।

আশীর্ব্বাদী।

পরম-কল্যাণ-ভাজন বহুগুণাস্পদ

শ্রীমান বরদা প্রসাদ বসু।

পরম ক্ষেমাস্পদেষু।

শ্রীমান্ বরদা-বাবু!

আপনি "বঙ্গবাসীর" প্রতিষ্ঠাতা ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি আমার প্রতিপালক ছিলেন; আপনিও আমার প্রতিপালক। পরন্তু আপনি আমায় বড়ই ভক্তি করিয়া থাকেন। আমি আপনার বহুগুণে মুগ্ধ; কিন্তু দরিদ্র। দরিদ্র ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদই সম্বল। আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করিয়া, আশীর্ব্বাদী-স্বরূপ এই গ্রন্থ আমি আপনার করে অর্পণ করিলাম। আমি জানি, হিন্দুর দেশে হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হউক, বিলাস-স্রোত মন্দীভূত হউক, ইহা আপনার আন্তরিক ইচ্ছা। তাই, পল্লীগ্রামের আধুনিক অবস্থার দর্পণ-স্বরূপ এই গ্রন্থ আপনার করে অর্পণ করিয়া, আজ আমি অতি-মাত্র তৃপ্ত এবং কৃতার্থ।

নিত্যমঙ্গল-কামী
শ্রীহরিমোহন দেবশর্ম্মা
মুখোপাধ্যায়।

৭নং পঞ্চাননতলার গলি,
বহুবাজার — কলিকাতা।
সন ১৩১৬ সাল। তারিখ ১০ ই মাঘ।

প্রস্তাবনা।

একজন প্রবীণ গ্রাম্য-মণ্ডলের গাইতে গাইতে প্রবেশ

শুধু পা, জোলাধুতি পরা, কাঁধে এক গামছা।

(বাউলের সুর।)

এ যে ঘোর দিশে লাগা।

এ যে ঘোর দিশে লাগা ॥

(গাছের) গোড়া কেটে, ঠাণ্ডা জলে

জাগিয়ে রাখা আগা ॥

দেশের মণি, পাড়াগাঁয়ে শুনি হাহাকার,

সুখ-বিলাসী গেঁয়ো বাবু, নজর নাইক তার,

(ওরে) বাস্তু-ভিটেয় চরিয়ে ঘুঘু সহরেতে ভাগা ॥

পাড়া-গাঁয়ের পুকুর চটান ঘর-ভিটে শ্মশান,

সহরবাসী গাঁয়ের মালিক, সে দিকে না চান,

(বরং) সহর থেকে থোকে থোকে

চাঁদা-মাথট মাগা ॥

লক্ষ্মী-গোলা গাঁয়ের গায়ে ধর্‌লো ধ্বস-পচা,

সভা ক'রে বাবুর কেবল বোক্তিতা রচা,

(ওরে) ব্রহ্ম-ভেলোয় কেউটে-কামড়,—

হাতে বাঁধা তাগা ॥



নকুড় বাবু



প্রথম দৃশ্য।

[গ্রাম্য পথ]

গোপী-যন্ত্র-হাতে আউলে ক্ষেপা, পরাণ ঘোষ, ঠান্‌দিদি।

আউলে। ঝিঙ্গে ফুল কাঁকুড় কাঁকুড়,

নকুড় বাবুর নেজ দেখেছ।

ফজলী-ডালে, আমড়া দোলে

আঙোয়া হাঁড়ীর রব শুনেছ।

পরাণ। চুপ্‌, চুপ্‌ চুপ্‌ আউলে! কচ্ছিস কি? কোন্ নকুড়ের নাম কচ্ছিস্!

আউলে। জমিন্‌-দার! তালাক-দার! হাবিল-দার! খেতাব-দার দার-দার-দেদার দার!

ও যার বাস্তবাটী, ঘুঘুর বাসা,
ভিটেয় ফোটে সর্ষে ফুল।
ধা-ক্কিড়ি-কিড়ি ধাক্কিড়ি-কিড়ি !
ও যার, মা-জননী, ভিখারিণী,
পেটের পুত্তের চক্ষুঃশূল।
ধা-ক্কিড়ি-কিড়ি ধাক্কিড়ি-কিড়ি !

পরাণ। আউলে ! কাঁধের উপর তোর একটা মাথা ! কথাটা যদি নকুড় বাবুর কাণে উঠে, তা হ'লেই বুঝেছিস্ ত, এক কোপেই কন্ধ-কাটা রে কন্ধ-কাটা !

আউলে। ও যার বাপ-পিতেমো পায়না পিণ্ডি,
হাঁদা বেটার হাব বুঝেছ !

পরাণ। আউলে ! নকুড় বাবু গাঁয়ের জমিদার ! গাঁয়ে অত বড় মস্ত বাড়ী ; তুই বল্‌ছিস্, বাস্তবাড়ীতে ঘুঘুর বাসা, ভিটেয় ফোটে সর্ষে ফুল ! আর অমন ক্ষেপামি করিস্‌নি—করিস্‌নি !

আউলে। তাই বটেরে পরাণ ঘোষ !
বড় ভিটা, বড় কোটা
বড় ঘরে পালংপোষ !
গাঁয়ের মুনিষ, পায়না হদ্দিস্
খাজনা-আদায়ে এই—
ও-ঠ্ বো-স্ ও-ঠ বো-স্ !
ও যার বৈঠক্‌খানায় গ্রামোফোন বাজে,
প্যাক্ প্যাক্ ছোটে হাওয়া-জুড়ী।

পোড়ার মুখে বিষ্মার গাঁজে,
কেঁপে ওঠে তাকিয়া-ভুঁড়ি ॥

ঠান্‌দিদির প্রবেশ।

পরাণ। এঃ! আউলে বেটার আজ নেহাৎ মরণ ঘুনিয়েছে! ঠান্‌দি! এয়েছ! আজ পাগলটার রকম দেখ। গান্‌টা আস্‌টা ক'রে এত দিন গাঁয়ে থেকেই কোন রকমে পেটে দুটো ভাত দিচ্ছিল; এইবার বেটা জাহান্নমে যায় গো—জাহান্নমে যায়!

আউলে। ঠান্‌দি আমার ঠাউরে দেখনা,
আউলে বলে কি আল্লা বাত।
ঘরের খুঁটি ঘুণে মাটী,
বিগড়ে গেছে পৈতৃক ধাত ॥

ঠান্‌দি। আউলে! নকুড় বাবু হাজার হোক বড় মানুষ লোক; গাঁয়ের জমিদার। তাঁকে অমন ক'রে কি বল্‌তে আছে বাছা! দুবো ঘাসও মানুষের শত্রু। কথাটা তাঁর কাণে গেলে, একটা বিপজ্জি কাণ্ড ঘট্‌বে!

আউলে। আউলে ক্ষেপা জলের শেওলা,
ভেসে চলে জলের গায়।
হুম্‌রো হনুর হুঙ্কার শুনে,
আউলে ক্ষেপা ভয় কি পায় ॥

পরাণ। ঠান্‌দি! এক কাজ করা যাক্! কেন অকারণ ক্ষেপাটা মারা পড়্‌বে; আউলে বড় ফুলুরি ভালবাসে; ওকে ফুলু-

রির লোভ দেখিয়ে, তোমার বাড়ীই না হয় নিয়ে যাও! পথের মাঝে দাঁড়িয়ে এমন অবোল-তাবোল বকাটা ভাল হচ্ছে না।

আউলে। ঠান্‌দির আমার টেকসই কড়া,
পাকা ঘানির ছাঁকা তেল।
খাসা জাঁতার পেশা বেশম,
নাইক ময়লা নাইক ভেল॥
ঠান্‌দি! আমি ফুলুরি খাবো।

ঠান্‌দি। দূর হতচ্ছাড়া মিন্‌সে! আমি যেন তোর জন্যে ঘিয়ে-ভাজা ফুলুরি তৈরি ক'রে রেখে, তোকে আদর ক'রে ডাক্‌তে এয়েছি! আমর্—মর্!

আউলে। কেন ঠান্‌দি গর-গর রাগে,
জর-জর হিয়া যাই-যাই-যাই!
নকুড়-বিরহে বড় ব্যথা বুকে,
দুটো ফুলুরি দাও না খাই॥

পরাণ। এই ক্ষেপা! হট্ হিঁয়াসে! যত বলি চলে যা, বেটার ততই ক্ষেপামী। ন্যাকামি জুড়ে দিয়েছে! মার্ না দিলে সিধে হবে না বুঝি!

আউলে। নকূড়ে মারে ছকূড়ে মারে।
ধ'রে মারে ঘোষের পো।
মায়ের ছেলে যাই মা কোথা!
নে মা তুলে কোলে থো॥

ঠান্‌দি। কেষ্টার কাছে আমি আনা চারেক পয়সা পাব ; খুঁজ্‌তে গেছলুম। সে আজ যে সেই নাবার বেলা বেরিয়েছে, আর তার দেখা নেই। পথে বেরিয়ে একি কাণ্ড বাপু! তুই ঘরে যা! কেন ও-ক্ষেপাটার সঙ্গে ব'কে ব'কে মাথা খারাপ করছিস!

আউলে। এদ্দিন পরে ঘরের কদর,
আল্‌গা ভিতে পল্‌কা চাল।
পরাণ গয়লা ডুক্‌রে কাঁদে,
আউলে ছেলের হাড়ীর হাল॥
এই আগে-ভাগে আমি যাই!
আর, গড়ে ব'সে পা ছড়িয়ে—
নকৃড়ে বাবুর মাথা খাই॥

[আউলের প্রস্থান।

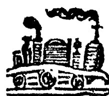
পরাণ। বেটার পাগলামী আজ কদিন বড্ড বেড়ে উঠেছে ওকে আর পথে ঘাটে অমন ক'রে যেখানে-সেখানে বেরুতে দেওয়া হবে না। কিন্তু আউলে নকুড় বাবুর কথা গুলা ঠিক ঠিক বলে না? খাজনার জন্তে কি অত্যাচার!

ঠান্‌দি। তা—ত বলে! কিন্তু নকুড় বাবুর হাড়কাটে এঃ কোন্ দিন পড়ে আর কি? বনে বাস ক'রে বাঘের সঙ্গে ঝগড়া করাটা কি ভাল? তবে সময় সময় অসহ্যিও হ'য়ে পড়ে; চুপ করে থাকা যায় না। নকুড় বাবু আর তাঁর পরিবার যেন বাদসা-বাদসী! কি দেমাক্! কদিন

গাঁয়ে এসেছেন ; গাঁ খানা যেন টলমল। কাল একবার রাণীকে দেখ্‌তে যাব। পাড়ার লোকের এত কষ্ট ; ওঁরা কি গাঁয়ের কেউ নন্। ধন-দৌলৎ কিসের জন্যে ? এখন কেষ্টা কোথায় গেল দেখি। পরাণ ! তুমি তোমাদের পাড়াটা একবার খুঁজে দেখ্‌বে ? পয়সা ক গণ্ডার জন্যে আমার বড় আটকাচ্ছে !

পরাণ। দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।



পট-পরিবর্ত্তন ।

বাঁক-কাঁধে কতিপয় গয়লা-যুবকের প্রবেশ ।

গীত ।

এক-পো দুধে তিন-পো জল,
সহরে চালান ।
পাড়ার লোকে পায় না যোগান,
কেঁদে লবেজান ॥
সহরে বেচে আসি, টাকা-সের ছানা,
গাঁয়ের লোকে খুঁড়্‌লে মাথা,
এক ছটাকও পায় না,—
(আমরা) নগ্‌দা আয়ে নবাব-বাবু,
কার্ আছে আর্ এত মান ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

[নকুড় বাবুর গ্রামস্থ বাটি]

নকুড়গৃহিণী শশিমুখী, প্রতিবেশী-রমণী মাতঙ্গিনী,
ফিরিওয়ালী, ঠান্‌দিদি, আউলে ক্ষেপা ও ঝি ।

মাতঙ্গিনী। কি গো শশিমুখী রাণী! দিবা ত্রিপ্রহরে নীল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবলই পূর্ণশশী খুঁজছ্ নাকি!

"রঁহু-হু সজনী, আসিবে যামিনী,
ফুটিবে শশাঙ্ক-ফুল!"

শশিমুখী। সংস্কৃত ভাষায় তোমার মত স্ত্রীলোককে প্রগল্‌ভা বলিয়া থাকে। ধীর সমাজে প্রগল্‌ভা কামিনী নিন্দিতা।

মাতঙ্গিনী। হে শিক্ষিতা সজনী দিদি! যে সব পাড়াগেঁয়ে বড় মানুষদের মেয়ে পাড়া-গাঁ ছেড়ে সহরের তেতালায় ব'সে ব'সে অষ্ট প্রহর কেবল বড় বড় আংরেজী কেতাব পড়ে, তাদিগে কি স্ত্রীলোক বলে?

"শিহরিয়ে উঠে প্রাণপতি যার,
চখের চাহুনি দেখে।
নফরের মত, তুলে দেয় পতি,
পান খিলি প্রিয়া-মুখে॥
যে বর-যুবতী আপন পতিরে,
ভেবা-গঙ্গারাম করে।

জৰ্ম্মণ পণ্ডিত বিলাতী পণ্ডিত
কি বলিয়া ডাকে তারে ॥

শশিমুখী। দেখিতেছি, তোমার কবিতা-অভ্যাস আছে, কিন্তু যখন তখন কবিত্বের অপপ্রয়োগ শিষ্টজন-সঙ্গত নহে। আমার সম্মুখেই প্রকারান্তরে কবিতায় আমার নিন্দা করা কি তোমার উচিত হইতেছে ?

মাতঙ্গিনী। সজনি ! ঐটাই আমার দোষ। আমি যখন শ্বাশুড়ীর কাছে ধীর হ'য়ে বসে মহাভারতের কথা শুনি, তখন আমার আদৌ কবিত্ব পায় না ; আর যেমন আমি এই তোমার কাছে আসি, অমনি সজনি ! কোথা হ'তে প্রাণের ভিতর যেন কবিত্বের নায়েগ্রা হাজার মুখে ফুটে উঠে,— কবিত্বের বিলে বড় বড় ঢেউ খেল্‌তে থাকে ;—

"শশিমুখী মত সুখী আর বা কে আছে !
নকুড় নফর যার ফেরে পাছে-পাছে ॥
বাস্তবাস বিষাবাস মনে হয় যার।
সহরে নফরে ঘেরা সুখের সাঁতার।
কলে স্নান, কলে গান, কলে বাতি জ্বলে।
কলে কেতা—কল্-কেতা তাই লোকে বলে ॥

ও সজনি ! মুখখানি এত কাল্‌ছে মার্‌ছে কেন ধনি ! রাগ ক'র্‌ছ কি ? আমায় একবার তোমাদের কল্‌কেতা-পুরে নিয়ে যাবে ?

শশিমুখী। তোমার রঙ্-বিদ্রূপ ক্রমেই আমার অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ছে।

মাতঙ্গিনী। তা হবে বই কি দিদি! আমরা পাড়াগেঁয়ে; আমাদের গেঁয়ো রসিকতা কি সই! তোমায় সয়?—

"সহরের সুখ-পোরা ফুর্ত্তি-ভরা প্রাণ।
গাঁয়ের কৌতুকে বটে করে আন্‌চান্‌॥
সয় কিগো—গাঁয়ে-বসা কাঙ্গালিনী-কথা।
মোহ-খনি মেম-ধনি হেথা আছে কোথা?

একজন ফিরিওয়ালীর প্রবেশ।

ফিরিওয়ালী। গীত।

এনেছি চমৎকার চিজ বাজরা ভ'রে থরে থরে।
সাবান্‌ ফিতে, নানান্‌ কিতে,
আরসির বাহার আসল হারে॥
খাসা সীসার রেকাব বাটী,
গিল্‌টীর কাজে পরিপাটী,—
রকম রকম রুজ পমেটম,—
তাসের ফৌটায় তারা হারে॥

মা—ঠাকরুণ! কিছু নেবেন কি?

শশিমুখী। রাবিস মাল আমার অগ্রাহ্য। কলিকাতার একাধিক সাহেব কোম্পানি আমাদের আবশ্যক দ্রব্যের সরবরাহ করিয়া থাকে।

মাতঙ্গিনী। শিক্ষিতা শশিমুখি! ইহারা গরিব; ফেরি করিয়াই দিন গুজরাণ করিয়া থাকে। দেশে এয়েছ; এদের কাছে দু-চারি আনার জিনিস কেন না? এরা কত উৎসাহ পাবে!

শশিমুখী। আমার নিকট অর্থ-নীতির ব্যবহার অন্যরূপ।

মাতঙ্গিনী। একি বলো সই! শুনে অবাক্ হই!
কথাগুলো কট্‌মট, চাহনি সেরূপ।
নাচনি বিবির ঢঙ্গে এদেশী-বিরূপ॥
থাকো শশি! একা বসি, আমি যাই চলে।
আবার আসিব—শশী অস্তাচলে গেলে॥

[প্রস্থান।

ফিরিওয়ালী। কিছু নিলেন না মা!—বড় আশা ক'রে এসেছিনু মা!

শশিমুখী। বৃথা বাক্য-ব্যয় অনাবশ্যক।

[ফিরিওয়ালীর প্রস্থান।

ঠান্‌দিদির প্রবেশ।

ঠান্‌দি। বউ-রাণি! অনেক দিনের পর তুমি বাড়ী এয়েছ; তাই আমি গাঁয়ের লোকের দুটো কষ্টের কথা তোমায় ব'ল্‌তে এয়েছি। তোমরা না শুন্‌লে কে শুন্‌বে বাছা?

শশিমুখী। কষ্ট,—ভগবৎ-সৃষ্টির অমৃত ফল। আমাকে আবার সে কথা কি শুনাবে?

ঠান্‌দি। অবাক ক'র্‌লে গো অবাক ক'র্‌লে! তা বাছা! যাদের

কাছ থেকে তোমরা কিস্তি-কিস্তি খাজনা আদায় ক'র্‌ছ, তাদের কষ্ট তোমরা দেখ্‌বে না ? যাদের খাজনার টাকায় তোমাদের বড় মানষী, তারা খেতে না পেয়ে মারা গেলে, তোমাদের খাজনা দিবে কে ?

শশিমুখী। ইহা প্রত্যক্ষ অনধিকার-চর্চ্চা ; জেনানা-বাটীর সম্পূর্ণ অযোগ্য। নায়েব-গোমস্তার পক্ষেই এ সব বিষয় সঙ্গতরূপে আলোচ্য।

ঠান্‌দি। বাছা ! তোমার বাড়ীরই পিছনে ভবার মা আজ এক মাসকাল রোগে শয্যাগত ; ঘরে কিছু সম্বল নেই ; তার জন্যে কিছু কিছু মাসোহারা বরাদ্দ ক'রে দেবে মা ?

শশিমুখী। মিতব্যয়িতা মনুষ্য-মাত্রেরই অবশ্য-পাল্য। অমিতব্যয়ীর সাহায্য-ব্যবস্থা করিয়া, আমি এ মহানীতির উল্লঙ্ঘন করিতে একান্ত অসম্মত।

আউলের প্রবেশ।

আউলে। ওরে, ঠাকুর-ঘরে ঠাকরুণ কই !
পেত্‌নি ব'সে আছে।
কাম্‌ড়ে দেবে ঠান্‌দিদি গো !
যেওনা ওর কাছে॥

শশিমুখী। কে তুমি এখানে ?

আউলে। ভিয়ান-খোলার তাড়ু আমি,
খিচ মারিবার যম।

আমি, ভেজাল মাটী, করি খাটি,

ঝাঁজ কি আমার কম ?

(শশিমুখীর দিকে চাহিয়া) সারিকা ! একবার রাধাকৃষ্ণ বলো !

শশিমুখী। ঝি ! দরোয়ানকো বোলাও ! কেন সে পাগলটাকে বাড়ীর ভিতর আস্তে দিয়েছে ? বোলাও—বোলাও ?

আউলে। ওরে, মোগলাই পোলাও, এঁকে গেছে,

গন্ধে বমি উঠে।

একি ঘেন্না, কমল-বনে,

গুয়ের গন্ধ ছুটে ॥

(শশিমুখীর দিকে চাহিয়া)—ব্রজেশ্বরি ! এ বৃন্দাবনে কত দিন ?

ঠান্‌দি। আউলে ! এখানে এসেও আবার ক্ষেপামি ? পালা—পালা ! এখনি দরোয়ান এসে তোকে গারদে পুরবে।

শশিমুখী। প্রবীণা ! আমি উপলব্ধ করিতেছি, এ কৌতুক আপনারই। আপনি অহেতুক আমায় অপমানিত করবার জন্যেই এই পাগলটাকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ লয়ে এসেছেন। উহার সঙ্গে সঙ্গে আপনারও বিচার আবশ্যক। আমি নিশ্চিতই তার বিহিত ব্যবস্থা কর্‌বো।

আউলে। ওরে, ছিঁড়ে গেছে, সোনার তার,

তুব্‌ড়ে গেছে খামি।

গলার গয়না গড়াগড়ি,

ডুক্‌রে কাঁদি আমি ॥

(কান্না) পিয়ারি ! কি হলি গো !

দরোয়ানের প্রবেশ।

শশিমুখী। (দরোয়ানের প্রতি) এ—ই! এখনি এই পাগলটাকে ধ'রে, দু হাতে বেঁধে, ঘরের ভিতর আটক রাখ্‌বি। হুকুম বুঝিয়াছিস?

দরোয়ান। আজ্ঞে! (আউলের দিকে চাহিয়া) হো—ই!

আউলে। ছুঁইও না ছুঁইও না—আমি—
লজ্জাবতী লতা।
তোমার সঙ্গে আছে আমার
বহু পীরিতের কথা।

ঠান্‌দি। এইবার আউলে গেল রে গেল,—পালা—পালা!

আউলে। ওরে, সেঁকুল পালায় আট্‌কে গেছি,
কল্‌জে ফাটে দুখে।
আয় ছুটে আয় বেহ্মা-ঠাকুর,
আগুন দে ওর মুখে॥
হুমকি দিয়ে পালাই আমি,
ধর্‌বে আমায় কে!
ধূ—ধূ—ধূ পেত্‌নি পোড়ে,
বাঁশের খোঁচা দে।

[দ্রুত প্রস্থান।

শশিমুখী। (দরোয়ানের প্রতি) ড্যাম্‌!—তোমার হাত হইতে একটা পাগল পলাইল?

দরোয়ান। পালাল,—তা কর্‌বে কি?

শশিমুখী। ইহারও বিচার হইবে।

দরোয়ান। যো মর্‌জি।

[দরোয়ানের প্রস্থান।

ঠান্‌দি। আমি যা বল্‌তে এসেছিলুম, তাত শুন্‌লে না বাছা! ভগবান্ তোমাদিগে বড় মানুষ করেছেন; তোমরা না শুন্‌লে কে শুন্‌বে বাছা? তোমরা যদি না শুন, তা হ'লে ভগবান তোমাদের উপর রুষ্ট হবেন! চিরদিন কি সমান যায় বাছা!

শশিমুখী। কে আপনার উপদেশ শুনিতে চাহিতেছে?

ঠান্‌দি। তোমাদের সন্নিপাত-বিকার; উপদেশ শুন্‌তে যাবে কেন বাছা? এখন কি ওষুদ ভাল লাগে? লাগ্‌বে–সবুর কর; আমরাই দেখ্‌বো।

শশিমুখী। বৃথা বাক্য-ব্যয়ে আপনি আর আমার সময় নষ্ট কর্‌বেন না। আপনি এই মূহুর্ত্তেই আমার বাড়ী ত্যাগ করুন।

ঠান্‌দি। ভগবান্ যদি থাকেন, আবার এই ঠান্‌দিদিকে আদর ক'রে আর এক দিন ডাক্‌তে হবে—হবে—হবে। ঐ যে বলে,—

"আজ দেমাকে দরিয়া সরা।
কাল্ সকালে বাসি মড়া॥"

[প্রস্থান।

শশিমুখী। ঝি! এ মাগীটাকে আর বাড়ীতে সহজে আস্‌তে দিবি না; আমাদের বিনা হুকুমে ত নয়ই। আমি গোছলখানায় যাচ্ছি। টার্কি সোপ আর তোয়ালে খানা নিয়ে চল্। আসুক আগে,—আজ পিণ্ডি চট্‌কাবো।

[ঝি ও শশিমুখীর প্রস্থান।



পট-পরিবর্ত্তন ।

কাস্তে-কাটারি-হাতে কতিপয় মজুর-যুবকের প্রবেশ ।

গীত ।

যা—যা—মানিনা তোর ভদ্দর-গিরি আর ।
(মোরা) জোরে করি, মজুরগিরি, নগ্‌দা রোজগার ॥
ভট্ট-চট্ট সাপুই সা,
সবারই ত দু হাত পা,
যেমনি মোরা, তেমনি তোরা,—
তোয়াক্কা আর্‌ রাখি কার্‌ ॥
একটা বল্‌বি, দশ্‌টা শুন্‌বি,
দরকার হলে দশ বার আস্‌বি,
(মোরা)রোজ-মজুরী, দয়ায় করি,—
চোখ রাঙ্গালে নইকো তার্‌ ॥
এক ইস্কুলে সবার পড়া,
এক রেল-গাড়ী সবার চড়া,
এক কাছারী,—মামলা করি,—
বামুন-শূদ্দুর একাকার ॥

তৃতীয় দৃশ্য।

(নকুড় বাবুর অন্দর-বাটী)

নকুড়বাবু, শশিমুখী, ঝি, আউলে ক্ষেপা, ঠান্‌দিদি, দরোয়ান।

শশিমুখী। মূঢ়! তুমি কি আমায় এবার অপমানিত কর্‌বার জন্যেই সঙ্কল্প করে বাড়ী এনেছ?

নকুড়। কি হয়েছে—কি?

শশিমুখী। পাড়ার ঐ ধুম্‌সি বাম্‌নি—যাকে গাঁ-শুদ্ধ লোক ঠান্‌দি ব'লে ডাকে—সেই বাম্‌নি একটা উন্মাদকে সঙ্গে ক'রে এনে আমার যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছে। এর বিচার কি তুমি কর্‌তে পার্‌বে? যদি না পারো—যদি না ক'রো,—তা হলে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, লোপ—লোপ—লোপ! মাগো! তুমি এমন হাড়হাবাতে কাপুরুষের হাতে আমায় দিয়েছিলে গো! (কান্না)

নকুড়। কেঁদেই খুন; কথাটা ভাল ক'রে না বল্‌লে আমি বুঝ্‌বো কেমন করে?

শশিমুখী। ঘট যে সর্ব্বদাই খালি; বুদ্ধি কি আছে বক্কেশ্বর! বুদ্ধি থাক্‌লে কি আর এই মেলেরিয়া মরশুমে এঁদো ডোবার পাড়ে আমায় নিয়ে এস? আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে কোথায় ব্যাকটি্‌রিয়লজি বিষয়ে চিন্তা কর্‌বো; নূতন থিয়রি উদ্ভাবনে

ব্যাপৃত থাক্‌বো,—তা না হ'য়ে বাম্‌নি এসে বলে কিনা,—অমুকের কষ্ট, খেতে পায় না, খেতে দাও; অমুক শয্যাগত, উঠতে পারে না, সাহায্য করো! একটা পাগলা সে আবার আমার মুখের সম্মুখে ছড়া কাটে, বিদ্রূপ ক'রে, ব্রজেশ্বরী বলে! আবার দরোয়ানটাও কি তেম্‌নি? পাগলাটাকে ধ'রে আট্‌কে রাখ্‌তে বল্লাম, ভেবা-গঙ্গারাম হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো! পোড়ার-মুখ! দরোয়ানের ডাল রুটি আজই কমিয়ে দাও; না শোনে—জবাব! বাম্‌নিটার ত কঠিন শাস্তি আবশ্যক। পাগলাটাকে ধ'রে তার পাগলামী সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়ে দিতে পারবে না? এঃ—জমিদার বাবু? যদি এই দণ্ডে এই সব পারো,—ত আমার সম্মুখে দাঁড়াও,—নচেৎ আমার সম্মুখ হ'তে এই মুহূর্ত্তেই অপসৃত হও। বুঝেছ?

নকুড়। নিশ্চিত! তোমার কথা বুঝবো না ত বুঝ্‌বো কি?

নাচিতে নাচিতে আউলের প্রবেশ।

শশিমুখী। ঐ গো - ঐ।

আউলে। তাই বটে সই!

ভূত-পেত্নী ঠিক যুটেছ;
যেমন হাঁড়়— তেমনি সরা।
সোনার গাঁরে শ্মাশান ক'রে
আর কেন ধন নৃত্য করা॥
ঝাড় না রোজা, সর্‌ষে পড়া,

মার্‌না ঝাড়ু আগা গোড়া,
শিরে শিরে বহুক জোরে,—
কল্‌জে-চেরা রক্ত-ধারা ॥

নকুড়। খবরদার!

আউলে। যে আজ্ঞা প্রভো!

নকুড়। তামাসা?

আউলে। হরেকৃষ্ণ! সে হাটের সংবাদ কি প্রভো?

নকুড়। দরোয়ান?

আউলে। আজ্ঞে,—নরক-হাটের সংবাদটা দিয়ে দরোয়ানকে ডাক্‌লে ভাল হয় না?

শশিমুখী। তুমি নিজেই ওটাকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিতে পাচ্ছ না?

আউলে। অন্দরে বন্দর-মেলা
বাঁদরী নাচে পিছু-পিছু।
সুঁদরী চেলা নিয়ে আয় ঠান্‌দি!
বর্কাসস্‌ দে—না কিছু-কিছু ॥

শশিমুখী। ছি ছি কাপুরুষ! ওটাকে পাক্‌ড়ে উত্তম ক'রে জল-বিছুটী লাগাবার ব্যবস্থা করো না?

আউলে। আয় ঠান্‌দিদি! আয় ঠান্‌দিদি!
আয় ঠান্‌দিদি! দেখ্‌বি আয়।
পেত্‌নির ঠাটে ভূতের ঠমক্‌!
ধমক খেয়ে পরাণ যায় ॥

জল-বিছুটি জল-বিছুটি জল-বিছুটি জ্বলে।
আয় পেত্নির নাড়ী ছিঁড়ে আমি পরাই ভূতের গলে॥

ঠান্দি গো!

ঠান্দিদির প্রবেশ।

ঠান্দি। বাবু! আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?

নকুড়। তোমার এত স্পর্দ্ধা?—তুমি অপমান করো?

ঠান্দি। কবে?—কোথা?—কার?

আউলে। ভূত-পেত্নির মান-অপমান!
হায় হায় হায়! বল্‌বো কি?
বিম্‌নি-দত্যি খাবে এবার,—
খুলে তোদের খুলির ঘি॥

নকুড়। দরোয়ান?—এ দরোয়ান? (ঠান্দির প্রতি) তুমি এই পাগলাটাকে সঙ্গে নিয়ে আমার অন্দর-মহলে এসে ভারি অপমান ক'রে গেছ। জানোই—আমি তোমার এ অপমান করার শোধ নিতে পারি?

আউলে। পেত্‌নির রোষে ভূতের রোখ্‌।
তিড়িং-বিড়িং নাচে।
সাম্‌নে দাঁড়িয়ে যমের দূত,—
কাম্‌ড়েছে কাল্‌-সাপে॥

দরোয়ানের প্রবেশ।

নকুড়। এই পাগলাটাকে পাক্‌ড়ো,—না ভাগে! খুব হুঁসিয়ার!!

(ঠান্‌দির প্রতি) তুমি জানো,—তুমি যে বাস্তু বাড়ীতে বসত করো, সে বাড়ী আমার ;—সে বাড়ীর জমি আমার! আমার হুকুমে তুমি আর সে বাড়ী ঢুকিতে পাইবে না ; ঢুকিলেই দরোয়ান তোমায় গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে! তুমি আমার এলেকায় বাস করিতে পাইবে না!

ঠান্‌দি। কই! আমি ত ওঁকে কিছুই বলিনি। পাড়ার লোকে-দের ভারি কষ্ট ; তাই দুই এক জনের জন্যে কিছু মাসোহারার কথা বলেছিলুম। এতে কি অপরাধ বাবু?

নকুড়। গুরুতর অপরাধ?—গুরুতর অপমান! এখনি তুমি তোমার ঘরের চাবি দিয়ে যাও ; নচেৎ ঘোর শাস্তি,—ঘোর শাস্তি!!

শশিমুখী। আমার কর্ম্মে ব্যাঘাত,—পাঠে ব্যাঘাত,—চিন্তায় ব্যাঘাত! তুমি সে দিন আমার বহু ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছ ; তাহার উপর যাইবার কালে শাসাইয়া গিয়াছ ;—সে গুরুতর অপরাধের হিসাবে এ দণ্ড অতি লঘু—অতি লঘু!!

আউলে। পেত্‌নির মাথায় ঘুঘু চরে,
কাণে ঝোলে কেঁচো।
বিম্‌নির কোপে রেহাই নাই,
এই কথাটী এঁচো।—

(নাচিতে নাচিতে) পেত্‌নি! এই কথাটি এঁচো!!

নকুড়। চুপ রও! (ঠান্‌দির প্রতি)—চাবি-কাটি দিলে?

দরোয়ান! ওর্ আঁচল থেকে চাবি-কাটিটা খুলে নাও,—আবি খুলে নাও।

ঠান্দি। না গো! এই দিচ্ছি নাও গো! ও মা! বাবু আমার কি সর্ব্বনাশ কর্‌লে গো! ওগো! আমি কোথা যাব গো! ওগো আমি কোথা থাক্‌বো গো!

শশিমুখী। যাদের জন্য তুমি সেদিন আমার নিকট ঘোরতর মায়া-কান্না কাঁদিতে আসিয়াছিলে, তাদের বাড়ীই থাক্‌বে। ভাগো হিঁয়াসে! দরোয়ান! ইস্‌কো ভাগায়া দেও!

নকুড়। আবি ভাগো—নচেৎ সমা—ধা—ক্কা!

আউলে.।
বাম্‌নির মাংস ভাগা—ভাগা,
পেত্‌নি বসে খাচ্ছে অই!
পেয়ারের ভূত পেয়ালা ধ'রে,
ঢাল্‌ছে তাতে রক্ত-দই!!

নকুড়। (ঠান্দির প্রতি) এখনও আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে? আবার নেক্‌রা ক'রে কাঁদা হচ্ছে? দরোয়ান! ইস্‌কো সমা ধা—ক্কা দেকে ভাগাও!

ঠান্দি। ওগো আমি কোথা যাব গো! ওগো! বাবু কি কর্‌লে গো! ওগো আমার কি সর্ব্বনাশ হলো গো!

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

শশিমুখী। বাম্‌নিটার কতকটা হয়েছে; আর একটু বাড়াবাড়ি কর্‌লেই জল-বিছুটি খেত আর—কি! এইবার এই পাগ্‌লাটা

নকুড়। দরোয়ান! ইস্‌কো আচ্ছা তরফসে পাক্‌ড়্‌কে গারদ ঘরমে লে চলো!

আউলে। ওরে, পাঁকাল মাছ কি মুঠোয় থাকে,
পিছলে পালায় ধর্‌তে গেলে।
ধূ—ধূ আগুন উঠ্‌বে জ্বলে,—
দিন ফুরুলে—আঁধার এলে।

[প্রস্থান।

শশিমুখী। এ—হে—হে! পালালো? ময়দপুরুষ! কাঁচা খুলে ঘোমটা দাও না? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! ঝি! নীলাম্বরী শাড়ী-খানা নিয়ে আয় ত! বাবু-পুরুষকে পরিয়ে দি!

নকুড়। তামাসা রাখো; ওর ব্যবস্থা করা যাবে। গাঁয়ের চাল্‌ বড় বিগ্‌ড়ে গেছে; দোরস্ত কর্‌তে হবে; কাছারী-বাড়ী চল্লুম; খাজনা বাকী অনেক টাকা; আদায়ের ব্যবস্থা আজই করা আবশ্যক।

শশিমুখী।—নিশ্চিত—নিশ্চিত। কতকগুলো মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক প্রজা দারিদ্র্যের ভাণ ক'রে, আমাদের খাজনা দেওয়া বন্ধ রেখেছে। তাদের সকলেরই উচিত শাস্তি দেওয়া অতি শীঘ্র অত্যাবশ্যক।

[উভয়ের প্রস্থান

পট-পরিবর্ত্তন ।

এক ক্রুদ্ধমূর্ত্তি যুবকের প্রবেশ ।

গীত ।

দাদা—টাদা আর মানি না ,—
আলাদা হ'বো ।
চালা ভেঙ্গে, চুলো ভেঙ্গে,
চুল চিরে ভাগ্ ল'বো ॥
বোকা ছিলুম এত দিন,
শুধ্‌লুম দাদা-বৌয়ের ঋণ,—
আমার টাকায় নবাব-গিরি,—
আর কি কর্‌তে দোবো ॥
দাদা-ভেয়ে আর কি বন্ধ ;
টাকার সঙ্গেই সব সম্বন্ধ,—
শুকিয়ে মরুক,—ওদের পানে—
আর কি আমি চা'বো ॥

চতুর্থ দৃশ্য।

[নকুড় বাবুর কাছারী বাটী]

নকুড় বাবু, পরাণ ঘোষ, আউলে ক্ষেপা, নিধি-
রাম সাঁপুই, ভূতো সর্দ্দার পাইক,
চারিজন বৈরাগী।

পরাণ। বাবু! বহুদিন পরে আপনাকে দেখ্‌তে পেয়েছি। আপনার কাছে এক দরখাস্ত আছে।

নকুড়। কি দরখাস্ত?

পরাণ। নিমে ত খাজনা কিছুতেই দিতে পারবে না; সে বাতে পঙ্গু; উঠ্‌তে পারে না।

নকুড়। উঠ্‌তে পারে না? পেগের হাতে কি লাঠি ছিল না? লাঠির চোটে উঠ্‌বে।

পরাণ। সে কি বাবু-মোশাই? আজ পনর দিন তার পেটে ভাত নেই। উঠ্‌বার বল কোথা?

নকুড়। পাগ্‌টা কি অপদার্থ? নিমের গায়ে বল্ জমিয়ে দিতে পার্‌লে না? কলুডোবার ঠাণ্ডা জল কলসী কতক নিমের গায়ে ঢেলে দিলে না? কাঁপুনির চোটে বল্ আপনি গজিয়ে উঠ্‌বে! গোমস্তা বেটার কি বাগ্‌রোধ হয়েছে?

পরাণ। রামঃ রামঃ! অমন কথা বল্‌বেন না মোশাই? আমরা মনে করেছি, গাঁ-শুদ্ধ লোক জুটে এবার নিমের খাজনা বেহা-

ইয়ের জন্যে আপনার কাছে দরখাস্ত করবো। আপনি যদি আমাদের ছেড়ে—গাঁ ছেড়ে—জমিদারী ছেড়ে—সহরে বাস না করতেন, তাহ'লে কি গরিব প্রজা আমাদের এত দুর্দ্দশা হ'তো?

নকুড়। ও সব ন্যাকামো রেখে দে! নিমেকে বুঝিয়ে বল্, খাজনা তাকে দিতেই হবে! আমি কি অষ্টমের টাকা পরিবারের গয়না বাঁধা দিয়ে সাৎ করবো? ওঃ! বেটারা যেন আমার সোয়াগের পুৎ—রে!

পরাণ। না হয়, কিস্তি-খেলাপের সুদ ধ'রে নেবেন; আশীর্ব্বাদ করো মশাই! নিমে বেঁচে উঠুক; অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা, আর কেউ নেই!

নকুড়। কোন কথা শুনতে চাহি না। সুদ কি? খাজনা আজই আদায় করবো। দরখাস্ত কিরে বেটা? তুই এখনি নিমের বাড়ী যা। আমি পাগও পাঠাচ্ছি। খাজনা এখনি আমার চাই। না পাই, গোমস্তাকে ব'লে রাখছি, তোরও তামাম সম্পত্তি ক্রোক করবে। বুঝলি!

পরাণ। বুঝবো আর কি মাথা-মুণ্ডু গোশাই? মাপ করবেন,—বড় কষ্টেই বলতে হচ্ছে,—এমন জমিদারী করা আর আমরা কখন দেখিনি। গাঁয়ে অনেক জমিদার হয়েছে—গেছে! ছেলেবেলা দেখেছি, জমিদারেরা গরিব প্রজার উপর কত রকমে দয়া করতো, দায়ে প'ড়ে খাজনা দিতে না পারলে, কিস্তি-খেলাপের সুদ পর্য্যন্ত নিত না; সময়ে সময়ে প্রজা

লোককে তারা ছেলের মত পেট পূরে ভাল ভাল সামিগ্রী খাওয়াত! এখন তোমাদের কি একটু দয়া-মায়া হয় না বাবু? একটা কথা আমার রাখোনা মোশাই? নিমের খাজনার জন্যে পীড়াপীড়ি না ক'রে, তার রোগ সার্‌বার জন্যে কিছু ওষুদের ব্যবস্থা ক'রে দাওনা বাবু! ভগবান্ তোমার ভাল কর্‌বেন!

নকুড়। যা—যা! মিছে ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করিস্‌নি। খাজনা আদায় এখনি চাই-ই চাই!

আউলে ক্ষেপার প্রবেশ।

আউলে। ওরে, কটাস্ কটাস্ ডাঁসের কামড়,
ধড়ফড়ানি জ্বলা।
শঙ্কর নেজের চাবুক চালাও,
ঘুচুক ভূতের মেলা॥

নিধিরাম সর্দ্দারকে লইয়া পাইক ভূতো সর্দ্দারের প্রবেশ।

নকুড়। (নিধিরামের প্রতি) বেটা চাষা! তুই নাপ্‌তে-বউয়ের জমিতে বেড়া দিয়েছিস্ কোন্ বাবার হুকুমে?

আউলে। ওরে, গেছোবাবা হুম্‌কি মারে,
মরণ-ক্ষিদের জোরে।
বাবার বাবা, মারবে চাবুক,
বৈতরিণী-পারে॥

নিধিরাম। আজ্ঞে, আমিত আপনার গমস্তাকে বলে ক'য়ে, আপনার গমস্তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তবে এ কাজ করেছি। সেলামীর টাকা-ও ত আপনাকে কিছু দিয়েছি।

নকুড়। প-রা-ম-র্শ! সেলা-মীর টাকা! গমস্তার মুখে শুনেছি, তুই টাকা দিস্‌নি! আবার যদি ও জমির উপর তুই পা দিবি, ত তোর পা ভাঙ্গবো, গাঁ থেকে তোর বাস্‌ উঠ্‌ব; গমস্তাকে আমি কড়া হুকুম এখনি দিয়ে রাখ্‌ছি।

নিধিরাম। সে কি মশাই? আমি যে সেদিন হেলেগরুটা বেচে সেলামী বাবদে আপনার গমস্তাকে দশটা টাকা দিয়ে গেলুম।

নকুড়। ভূতো! নিধে বেটাকে ঘা কতক জল খাইয়ে দেত! বেটা মিথ্যেবাদী! সেলামীর টাকা দিয়ে গেছিস্‌?

আউলে। ওরে, দত্যি হ'লো যুধিষ্ঠির,
সত্যিবাদী খাঁটী।
রাং-পিতলের জলুস্‌ বাড়ে,
খাঁটী সোণা মাটী॥

নকুড়। ভূতো! পাগ্‌লাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দে-ত! বেটা বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছে! (নিধির প্রতি) দেখ্‌ নিধে! তোকে ঐ জমিতে বেড়া দেওয়া বাবদ আরও পঞ্চাশ-টাকা সেলামী দিতে হবে। পারিস্‌, জমিতে যাবি। না পারিস্‌, জমির কাছে যাবি—কি-মর্‌বি।

আউলে। ওরে, ধম্ম-ছাড়া, লক্ষ্মী-ছাড়া,
যত ভূতের পুৎ।

নবাব হবে মনে-মনে,
এই করেছে কুৎ ॥
মাঝ-দরিয়ায় ডুব্‌বে না,
দুঃখীর চোখের জলে।
হাত-পা ছুড়ে খাবি খাবে,
ইন্দুর-ধরা কলে।

নকুড়। পাগ্‌লাটা অস্থির ক'রে তুল্‌লে। রো'স্‌! তোকে টের পাওয়াচ্ছি। নিধে! ভাল চাস্‌ত আজই টাকার ব্যবস্থা কর্‌বি!

আউলে। খবর-দারি ফুরিয়ে এল,
সূর্য্যি বস্‌লো পাটে।
বাজ্‌রা তুলে হটো যাদু!
আর কেন এ হাটে ॥

নিধিরাম। দোহাই মশাই! আর আমার কিছু নেই! দশটী টাকা যা দিয়েছি, তাই নিয়ে আমায় মাপ্‌ কর্‌বেন। আর আমি কিছু দিতে পার্‌বো না মোশাই!

নকুড়। আল্‌বাৎ পার্‌বি!

পরাণ। বাবু-মোশাই! গরীব দুঃখীকে আপনারা দেখ্‌বেন না— ত কে দেখ্‌বে?

নকুড়। চুপ রও! তোমাকে মধ্যস্থ মানা হইতেছে না। নিধে! সেলামীর টাকা আজ কখন্‌ দিচ্ছিস্‌?

নিধিরাম। কেমন ক'রে দোব বাবু? কেবল শুক্‌নো হাড়ে কি টাকা বেরোয় বাবু?

নকুড়। ভূতো, লাগা নিধেকে জুতো। (জুতো মারা)

নিধিরাম। বাবু আমায় মেরে ফেল্লে! বাবু আমায় মেরে ফেল্লে!

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

নকুড়। নিধে পালালো; আচ্ছা, ওর বিহিত কর্‌ছি। পরাণে! এখনও এখানে দাঁড়িয়ে? নিধের খাজনা এখনি আদায় চাই। ব্যবস্থা কর্‌তে পারিস্ বাঁচবি, না পারিস্, তুই—ও যা—বি!

পরাণ। দয়া-মায়া কি একটু নেই? নারায়ণ! নারায়ণ!!

নকুড়। আবার নারায়ণ নারায়ণ? ভূতো! দে বেটাকে গলা-ধাক্কা! দে বেটার টুঁটি টিপে! (নিধিরামের মুখে পিঠে প্রহার)

বেগে চারিজন বৈরাগীর প্রবেশ।

বৈরাগীগণ। গীত।

ও! শয়তান করিস্ কি।
অত্যাচারে বিষম ডরে কেঁদে সারা গ্রামবাসী।
তক্‌মা ছাড়ো, তল্‌পি তোলো, তপন-তনয় ডাকে,
নিকট শমন, বিকট বদন, কাঁপায় বিষম হাঁকে।
গাঁয়ের লোকে, গাঁয়ের শত্রু,
বলবো কি আর ছি ছি ছি!!

তে—রে—রে—রে! ওরে, ছেঁড় দাড়ী, মার্ চাপড়!
ধর্ ধর্! নিধি! তুই পালা—পা—লা।

[দ্রুতবেগে নিধিরামের প্রস্থান।

নকুড়। অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ!—(বেগে চম্পট)!

আউলে। গীত।

সে জনের এমনি স্থবিচার।
চিরদিন কি সমান ভাবে,
চল্‌তে পারে অত্যাচার॥
আয়না রে ভাই বৈরাগী সব!
বুক-জুড়ান ধন!
ফুলের মালা পরিয়ে গলে,
খাওয়াব মাখন!
আউলে চলে, ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং
তোয়াক্কা আর রাখি কার!!

[বৈরাগীগণ সহ আউলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন।

একজন কিশোরী কুমারীর প্রবেশ।

গীত।

এম্‌নি ক'রে বাঁধ্‌বো খোঁপা,—
ঝুঁচ্‌কে কালো চুল।
এম্‌নি ক'রে কইবো কথা,—
দুলিয়ে কানের দুল॥
এম্‌নি ক'রে বাইজী-সাঁটে,
উড়িয়ে ওড়না, বডিস্‌ এঁটে,
এম্‌নি বাগিয়ে উঠিয়ে বসিয়ে,
বাড়িয়ে দেব স্বামীর ভুল।
এই বয়সে সব বুঝেছি,
কামরূপের ঢং সব শিখেছি,
এক অপাঙ্গে, প্রেমের রঙ্গে,
ভেঙ্গে দেব শ্বশুর-কুল॥

পঞ্চম দৃশ্য।

[নকুড় বাবুর বাটী]

শশিমুখী, নকুড় বাবু, ঝি, ঠান্‌দিদি, আউলে, দরোয়ান, নকুড় বাবুর চাকর।

শশিমুখী। বাড়ী সারানো আর কদ্দিন চল্‌বে? এ আঁস্তাকুড়ে আর বেশী দিন থাকা যে অত্যন্ত দুরূহ হ'য়ে উঠ্‌ছে। শীঘ্রই আমাদের কল্‌কেতা যাওয়া আবশ্যক।

নকুড়। বাড়ী আর অল্পই বাকী।

শশিমুখী। পূজোর দালান ক'রে খানিকটা জায়গা বাজে ফেলে রাখা হ'য়েছিল। এবার সে জায়গায় আমার কথামত,—আমার ইচ্ছামত, আমার পছন্দমত ড্রয়িং-রুম তৈয়ারি হচ্ছে ত?

নকুড়। নিশ্চিত—নিশ্চিত।

শশিমুখী। আর, খিড়্‌কীর বাহিরে ও পুকুরটোর কি ব্যবস্থা কর্‌ছো?

নকুড়। পুকুরটো চটান হ'য়েই এয়েছিল; জল সামান্যই থাক্‌তো; পাড়ার লোকগুলো জ্বালাতন ক'রে তুলেছিল। ও পুকুরের জল না হ'লে তাদের খাওয়াই হ'ত না। এবার পুকুরটা না বুজিয়ে আর বাড়ী থেকে বেরুচ্ছি না! ওখানটাতে ভাল ভাল কতকগুলো বিলিতি ফুলের গাছ দিব মনে করেছি।

শশিমুখী। উত্তম ব্যবস্থা! পুকুর বোজানোর খরচাটা ঐ পাড়ার লোকগুলোর কাছে আদায় করতে পার্‌লে না? এতদিন যারা বেপরোয়ায় ঐ পুকুরের জল খেয়ে আস্‌ছে, পুকুর বোজানোর খরচা তাদেরই দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাই ত ধর্ম্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তি-সঙ্গত।

নকুড়। সেই ব্যবস্থাই করেছি। গমস্তাকে কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছি। পনর দিনের ভিতর ঐ পুকুর বুজানোর আড়াই শত টাকা পাড়ার বিশ ঘর লোকের কাছ থেকে আদায় কর্‌তে হবেই হবে।

শশিমুখী। উত্তম ব্যবস্থা হইয়াছে। তোমাকে কি আর কোন যুক্তি দিবার আবশ্যক করে? প্রজারা সব আদায় দিতে না পারে, সেই ধুম্‌সি বামনীর ভিটে বেচে অনাদায় টাকাটা সংগ্রহ ক'রে নেবে।

নকুড়। তাই ভেবে রেখেছি।

বেগে ঝির প্রবেশ।

ঝি। বেশ্ হয়েছে! বেশ্ হয়েছে! বেশ্ হয়েছে!

শশিমুখী। কি হইয়াছে কি!

ঝি। পরাণে গয়লা জন কয়েক ছোঁড়াকে নিয়ে পাল্‌তেদের পড়ায় বাম্‌নি মাগীর জন্যে একখানা কুঁড়েঘর বেঁধে দিয়েছিল। ও বাবু! শুন্‌লুম, কাল রাতদুপুরে সে ঘর ধূ—ধূ! গিয়ে দেখি, ঘর নেই; ছেয়ের গাদা! আহা—হা! ভগবান আছেন

বাবু! ভগবান আছেন! আমি জমিদার বাবুর পাট ঝি, রাণী মার তুলালী; বামুনি আমাকেও কি কম অপমান করেছে? মাগী যেন ফুলে ঘুলে বেড়াচ্ছিল? কাল' রাত্তিরে তেমনি হয়েছে! ছেয়ের গাদায় ত কষ্ট একখানা হাড়ও খুঁজে পেলুম না! বেঁচে আছে!—বেঁচে আছে! পাপের ভোগ সব্‌টা না ভুগ্‌লে কি মর্‌বে?

কাঁদিতে কাঁদিতে আধ-পোড়া কাপড়-পরা চুল-পোড়া চান্‌দিদির প্রবেশ।

চান্‌দি। বাবু! তুমি আমায় বিনি দোষে ভিটে-ছাড়া করেছ। পরাণ পাল্‌তেদের পড়ায় পাতালতা দিয়ে আমার জন্যে এক-খানা কুঁড়ে বেঁধে দিয়েছিল। কাল রাত-তুপুরে তোমার লোকে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সব পুড়ে গেছে, আমি পুড়ে মরতে মরতে বেঁচে গেছি। এই দেখ, আমার কাপড় পোড়া, চুল পোড়া। বাবু! তোমার গমস্তা, তোমার দরোয়ান এই কাজ করেছে। বিনি অপরাধে আমার এত অপমান,—এত লাঞ্ছনা,—এত শাস্তি!

নকুড়। নিকালো হিঁয়াসে! হারামজাদি! আমার গমস্তা দরো-য়ান তোর ঘর পুড়িয়েছে? যত বড় মুখ,—তত বড় কথা?

শশিমুখী। উস্‌কো গলাধাক্কা দেকে হিঁয়াসে আবি ভাগাও—আবি ভাগাও—আবি ভাগাও।

ঠান্‌দি। ষোল পোয়া পূর্ণ—ষোল পোয়া পূর্ণ!—এরা কি হ'লো গো!

আউলে ক্ষেপার প্রবেশ।

আউলে। ওরে ভূতের ঘাড়ে ভূত চেপেছে,
ওঝা মেলে কই।
ওরে, ভূত-পেত্‌নি মিলে গাঁকে,
কর্‌বে জল-সই!!
ওরে, ঠান্‌দিদির ওই চ'খের জল,
কুল-কাঠের আগুন।
ওরে ভূত-পেত্‌নি ছেঁচকি-পোড়া,
দগ্ধে হবে খুন॥

ঝি। এটা ত বড় বাড়াবাড়ি করে তুলেছে? জানিস্—আমি কে? তোকে পর্য্যন্ত গাঁ থেকে—ওঠাবো—ওঠাবো—ওঠাবো!

আউলে। ওরে, উঠ্‌তি ধানের পথ্যি চাহি,
সন্নিপাতের রোগী।
ওরে, বিষ্ঠার কৃমি হতে চাহে,
তপোবনের যোগী॥
ওরে হাড়ি-ঘরের ছুঁড়ি হ'ল,
শুঁড়ি-বাড়ীর রাণী।

ওরে, ঠুলি-বাঁধা, জোয়াল কাঁধে,
নকুড়ে টানে ঘানি ॥
তেরে—কেটে—তাং—তেরে—কেটে—তাং!

(ঝির প্রতি) বৃন্দে! বদসি-যদি কিঞ্চিদপি, দন্ত-রুচি-কৌমুদী
হরতি-দর-তিমির-মতি ঘোরম্ ॥

(কীর্ত্তনের সুর) রাগ ত্যজ রাগিনি লো!
বাঘিনী পালাবে বনে!—

ঝি। আমার এত গঞ্জনা? এত লাঞ্ছনা? বাবুর সুমুখে—দশজনের সুমুখে—আমার এত অপমান? আজই আমি যদি এর বিহিত করতে পারি, ত, বাবুর বাড়ী জলগ্রহণ করবো!

আউলে। (কীর্ত্তনে) চাকরিণি-চর! কেন গরগর রাগে।
যাবে কোথা গরবিনি! বৈতরিণী আগে ॥
রক্ত-জলে ভেসে চলে পচা পশু পাখী।
(নাচিতে নাচিতে) নকুড় খাবে, ঝি খাবে, খাবে শশিমুখী ॥
ঝি-মণি! আর কেন? মথুরা ত্যজিয়ে চলো ॥
কুবুজা রাণী, লুটায় অবনী,
দিন ত ঘুনায়ে এলো ॥

নকুড়। চই—ও!

আউলে। চই—চই—চই কি খাবি হাঁস।
কুঁড়ের ভাঁড় যে খালি।
ওরে, হালি-পোনা, জালে গাঁথা,
রঙ্গ দেখেন কালি ॥

(শশিমুখীর প্রতি) আর নেচনা, শশিমুখি !

হাসি—হাসি মুখে।

সাম্‌নে শ্মশান, শিয়াল কুকুর,

কাঁদ্‌ছে তোমার দুখে ॥

ওরে, নরক-গর্ত্ত মলের কুড়,

তোমার খাবার তাই।

যমের ঝাঁটা পড়্‌লো মুখে,

আর বিলম্ব নাই ॥

(চীৎকার) ভাগো—ভাগো—ভাগো !

শশিমুখী। দরোয়ান ! ইস্‌কো পঁচিশ জুতি লাগাও।

আউলে। ওরে, জুতি মার্‌বে, ভূতির পুত,

থুঁতি কাঁপে রাগে।

ওরে, গাঙ্‌ ফড়িঙের খেলা দেখ,

ঝাড় প্রদীপের আগে ॥

ঠান্‌দি। আর কেন আউলে এ ভূতের হাটে ? আমার সঙ্গে একবার আস্‌বি ? একবার থানায় যাবি ?

নকুড়। (ঠান্‌দিকে ভেঙ্গাইয়া) থা—না—য় যা—বি ? যাওয়াচ্ছি। দরোয়ান ! আচ্ছা রকমের একটা ঝাকুনি দে-ত !

শশিমুখী। দরোয়ানের দেওয়া সুবিধে হবে না ; আমি দিচ্ছি। (ঠান্‌দিকে গলা ধাক্কা দেওয়া)

ঠান্‌দি। ওগো ! এরা কে গো ? ওগো ! আমায় মেরে ফেল্লে গো ! (প্রস্থানোদ্যত)।

দ্রুতবেগে গাহিতে গাহিতে দুইজন বালকের প্রবেশ।

গীত।

এ যে বেজায় দাপ ! এ যে বেজায় দাপ !
বাতির ঘরে, বসত করে, কাল-নাগিনী সাপ ॥
চল চল ঠান্‌দিদিগো ! আর কেন হেথায় !
পেতনি-জলায় তোমার থাকা আর কি শোভা পায় ?
এইবার চাবুক-চোটে ঘুচিয়ে দেবো—
ভূত-পেতনির কারচুপি—কাপ্‌ ॥

[ঠান্‌দিকে লইয়া প্রস্থান।

নকুড়। এ অকাল-কুষ্মাণ্ড গুলো ত বড় জ্বালিয়ে তুল্‌লে ! দাঁড়া, দাঁড়া ! পুলিশে চিঠি লিখে এখনই তোদের শ্রাদ্ধ কর্‌ছি।

শশিমুখী। না,—এখানে আর থাকা চল্‌ল না। গাঁটা একবারে নরক-কুণ্ড হ'য়ে গেছে ! স্বর্গ ত কল্‌কাতা। এদের উচিতমত শিক্ষে দিয়ে তবে আমি কল্‌কাতা গিয়ে চির-বাস কর্‌বো !

আউলে। ওগো, নরক হ'ল স্বর্গভূমি,
পেতনির সুখ ত তায়।
স্বর্গ ছেড়ে ভূত-পেতনি
নরক দেখ্‌তে চায় ॥

ভূত-পেত্নির বিষম দাপে,
স্বর্গ-ভূমি টলে।
চুবিয়ে মার্‌বে যমের দূত
অতল রসাতলে॥

নকুড়। মার্ বেটাকে। (পদাঘাত করিতে উদ্যত)।

আউলে। ওরে, কানায় কানায়, উপ্‌ছে উঠে,
ডুব্‌লো ভরা না।
নকুড়ে বাবু, হাবু-ডুবু
আউলে স'রে যা।

[প্রস্থান।

চাকরের প্রবেশ।

চাকর। বাবুর নামে এই টেলিগ্রাম।

নকুড়। (আস্তে ব্যস্তে খুলিয়ে পাঠ) "Office failed ; Come sharp" আফিস ফেল্—শীঘ্র আসিবেন। অ্যাঁ—অ্যাঁ—শশিমুখী! আমায় এখনি কল্‌কাতা যেতে হচ্ছে! যদি বেগতিক বুঝি, ফিরিতে বিলম্ব বুঝি, তোমায় টেলিগ্রাম করবো : তুমি নিশ্চিত যাবে।

শশিমুখী। বাইজীর নিমন্ত্রণেই এত তাড়া নাকি ?

নকুড়। এ সংবাদেও রঙ্গ ?

শশিমুখী। রঙ্গ-রাজ-মহিষীর ঐ ত ঢঙ্গ ?

নকুড়। আমি চল্লুম ; গাড়ী ঠিক কর্‌তে বলিগে।

শশিমুখা। আমিও চল্লুম, একটু আমোদ করিগে। ইহাইত আমোদের উপযুক্ত অবসর! কি ফুর্ত্তি! একটা গান্ কর্‌বো?

আমি গাউন পরিয়ে, টাউনে ফিরি,
ব্রাউন ব্রুহামে চড়ি।
আমি ভিলেজ ছাড়িয়ে, নলেজ করি,
কলেজে কেমেষ্ট্রি পড়ি॥
আমি ম্যাডেম লইয়ে, ম্যানেজ করি,
কারেজ আমার কত।
আমার দুচোখের বালি, নেটিব পল্লী,
নেটিব নিগার যত॥

[মরাল-গমনে প্রস্থান।



পট-পরিবর্ত্তন !

গামছা-কাঁধে ক্রুদ্ধভাবে এক সৎ-গোপ
যুবকের প্রবেশ।

গীত।

দেখি, একবার বামুন্ বেটা ! আয় দেখি হেথায়।
তোর্ পাঠশালে ক-খ পড়া, তা ব'লে কি চড়বি মাথায় ॥
এত টাকা তোর ঘরে, আমায় ডাকিস্ নাম ধ'রে,
চিনিস্ না কে আমি কেটা, ছুনিয়া নাচে আমার কথায় ॥
আমিই গাঁয়ে পুরুষ একা, ছি-নি-নি-ান খোল টাকা,--
ধোপা-নাপিত কর্‌বো বন্ধ, আগুন দেব ছেড়া কাঁথায় ॥
গুরু-পুরুত বন্ধ ক'রে, আমায় জব্দ কর্‌বি কি'রে,—
অমন লাখো বামুন ঝোলে আমার,—
এই জোলা-ধুতির ঝোলা কোঁচায় ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[নকুড় বাবুর কলিকাতাস্থ বাটীর বৈঠকখানা।]

নকুড়বাবু, নবীন-গোবিন, মোসাহেব, বাইজী,
মোটর-গাড়ী-চালক, এক বৈরাগী, আর্ম্মাণী
অংশীদারের চাকর।

নবীন। (এক হাত কপালে আর এক হাত কোমরে রাখিয়া কোমর দুলাইয়া নাচিতে নাচিতে কীর্ত্তন।)

ওরে নবীন সরসে নকুড়-কমল,
কনক-কিরণে হাসে।
ওরে, পরাণ ভুলল, ভুবন মাতল,
মোহনিয়া মধু-বাসে॥
ওরে, নকুড় আমার, জীবনের সার,
নকুড় নয়ন-মণি।
নকুড়-নকুড় নকুড়-নকুড়
নকুড় রতন-খনি॥

নকুড়। কেয়া—বাৎ! মজাদার! থ্রি চিয়ার্স ফর্ ন—বী—না ব্যাব্বু! এন্টিডোট্ টু ক্যালামিটি! আফিস-ফেলের মহৌষধ,—

এই ত আমোদ-রঙ্গের মহৌষধি ;—কর্ণধার ন—বী—না ব্যাব্ব্ !

গোবিন। (নাচিতে নাচিতে)

ন—কুড় বলিয়া তিনটি আঁখর
অমিয়া ছানিয়া মাথা।
চাঁদ নিঙাড়িয়া সে সুধা ঢালিয়া,
হিয়ায় জড়ায়ে রাখা !
নকুড় আমার আলিস-তাকিয়া,
নকুড় দুনিয়া ভরা !
(আমার নকুড় দুনিয়া ভরা !!)
নকুড় আমার, ভাত-পানি-পান,
নকুড় বিহনে মরা ॥
(ওগো আমি) নকুড় বিহনে মরা ॥

নবীন-গবিন। (উভয়ে)

ওগো, আমরা নকুড় বিহনে মরা।
ওগো, নকুড় ছাড়ি,—মোরা সরা ॥
ওগো, নকুড় মোদের সেরি স্যাম্পিন,
নকুড় কাফি চা।
ওগো, নকুড় মোদের মাথার মাণিক,
নকুড় পিয়ার বাঃ ॥

নকুড়। বাঃ বাঃ বাঃ ! তবে একটুখানি খা ; খেয়ে নেচে নেচে যা ! (স্যাম্পেন প্রদান) আমোদ—আমোদ ! আমো-

দের ক্রিয়া আফিস-ফেল, আফিস-ফেলের প্রতিক্রিয়া আমোদ। আচ্ছা, প্রিয়-সখা যুগল! বল দেখি, তোমরা আছ আমার তরে, কি আমি আছি তোমাদের তরে?

নবীন-গোবিন।

(মোরা) আর কিছু জানিনা যাদু! ভুবন-ভিতরে।
শুধু নকুড়-মরাল চরে হিয়া-সরোবরে॥
যতনে খাওয়াই তারে ক্ষীর ছানা-ননি।
গোঠে পাঠাইয়া ঝুরি দিবস-রজনী॥

নকুড়। ঠিক বলেছ! ঠিক বলেছ ধনেরা! তোমাদের জন্যই এই দেখ আমার বাড়ি খানি ডিক্রির রসে ডগমগ; আফিস-খানি ফেল-পঙ্কে ডু বু ডু বু!! আমি ত আর কিছু জানিনি এখন—আর কিছু জা—নি-নি!

নবীন-গোবিন।

ওরে, এমন গুণের মণি আর কোথা পাব।
তমালে বাঁধিয়ে তোরে শুধু নেহারিব॥
তোমায় মুরলী ধ্বনি কিবা গুণ জানে।
বিবাদী ননদী-জ্বালা নাহি মনে মানে॥
ঘরে আর রইতে নারি!
(আমরা) ঘরে আর রইতে নারি!!
(নকুড় কানাই বিনে) ঘরে আর রইতে নারি॥

নকুড়। আমি কি ছাড়তে পারি? তোমাদের তরে আর সব ছেড়েছি; জন্মভূমি বাস্তু সব—ছেড়েছি; তোমরা যা বলেছ,

তাই করেছি ;—খর্‌চে পুরুষের অদ্ভুত কীর্ত্তি দেখিয়েছি, হরদম খরচ করেছি ; দেনার মৌচাক-গায়ে বাবা ! দেনার মৌচাক ! তবু তোমরা বল্‌লে,- এই সে দিন কিনেছি গ্রামোফোন্ ফোন্ ফোন্ ! এই সে দিন কিনেছি মোটর,—টর্ টর্ ! বাবা ! এইবার মহাজনেরা সব গর্ গর্ !!

নবীন-গোবিন। সর্—সর্—সর্ তর্—তর্—তর্,
নকুড় আসে ঘরে।
(ওরে) এ ধন যার ঘরে নেই, সে কেমনে ঘর করে !

নকুড়। ওরে ভাই ! এবার এ ঘর সাবাড় ! এটা তবু সইতে পারি ! দেশে গিয়ে রে ভাই এবার ভারি জ্বালাতন। কতকগুলো বিদ্‌কুটে বেক্ষেপা ধাঙ্গড় এসে বলে কিনা,—খাজনা মকুপ করো ! অমুক করো ; তুস্কু করো ; পুকুর কাটো, জলছত্র দাও !

নবীন-গোবিন। কি জবাব দিলে বাপধন !

নকুড়। খাপ্‌সুরৎ ! দেল খোস ! কাটা-কাটা ! ছাঁটা ছাঁটা ! "নেহি হোগা !" বাজে খরচ নেহি হোগা ! কল্‌কেত্তামে হর্ মাহিনা হামরা দো-হাজার রূপেয়া খরচা কোন্ দেগা ?

নবীন-গোবিন। ওরে, সাগর-ছেঁচা মাণিক নকুড়,
স্বাতি তারার জল।
ওরে, এমন নকুড় না পাইলে,
কিসে বাঁচি বল্॥
গাল্-ভরা জবাব দিয়েছ বাপধন ! আমাদের বক্‌সিস্‌টা ?

নকুড়। এক এক শ' রূপেয়া।

নবীন-গোবিন। ওরে জড়োয়া নেক্‌লেশ্ নকুড় আমার,
সান্নিপাতের পানি।
ওরে, এমন সুখে নকুড় বাবুর,
কোথা বাইজী মণি॥

গাইতে গাইতে বাইজীর প্রবেশ।

বাইজী। (কীর্ত্তন)—
চল্ চল্ চল্ মধুর মলয়
মালতী-সুবাস মাখি।
নকুড় রতনে ধরিয়া যতনে,
হিয়ায় পূরিয়ে রাখি॥
ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন কোমল-মলয়-সমীরে
বিহরতি নকুড় মম হৃদয়-হেম-পিঞ্জরে;

নবীন-গোবিন। হুর্‌রে—হুর্‌রে!

নকুড়। আয়রে! দেখ্‌রে! খেল্ শেষরে! আফিস্ ফেল্‌রে! এন্টিডোট্ টু আফিস-ফেল্—এক গেলাস বাইজী-মণি, এক চুমুক!

বাইজী। (গান)—
সারা সুনীল্ গগনের গায়,
এক চাঁদ শুধু হাসে।

এক অলি শুধু   সারা ফুল-বনে
পিয়ে ফুল-মধু-বাসে ॥

কে,—সে ?

শ্রিত-কমলা-কুচ-মণ্ডলম্ ধৃত-কুণ্ডলম্
কলিত-ললিত-বনমালে।
নকুড় রতন-খনি   বিরাজে নয়ন-মণি
ভুবন-মোহন মৃণাল-নালে ॥

(কীর্ত্তনে)

মরি—মরি ! কিবা সে ভঙ্গি বাঁকা গো !

নবীন-গোবিন। (নাচিতে নাচিতে) ও হো—হো—হো !
যেন কাঁঠাল-কাঠের পুরাণো পিঁড়ায়,
বাঁকা আল্‌পোনা আঁকা গো !

নকুড়। বাইজী ! প্রাণ তর— জী ! দূর তোর দেনা,—দূর তোর আফিস্ ! বেটা পরাণ ! তুই বলিস্, খাজনা মকুপ ! বেটা ! খাজনা মকুপ দিলে এমন খাপ-সুরৎ এসরাজ শুনাবে কেরে বেটা ! আর একখানি বাইজী-মণি।—আর একখানি !

বাইজী। (কীর্ত্তনে)

আমার কলিজা-কলসে   নকুড় অমিয়
উছলি-উছলি উঠে।

অঞ্জলি অঞ্জলি এত খাই তবু
পিয়াস নাহিক মিটে ॥
ত্বমসি মম বসনম্ ত্বমসি মম ভূষণম্ !
ত্বমসি মম হৃদি-কণ্ঠ-হারম !—নকুড় হে !—

নবীন-গোবিন।

নকুড়ম্ নিপটম্ নধরম্ কপটম্
প্রেম-বালাখানা-দ্বারম্।

বাইজী।

নির্জ্জিত-স্বজনম্ মর্দ্দিত-প্রজানম্,—
শাসিত-সহর-সারম্ ॥

নকুড়।

লহ লহ ধনি ! চারু-চন্দ্রাননি !
বক্‌সিস এহি হেম-হারম্।—
(আর কি আমার মজতে বাকি)—
বক্‌সিস এহি হেম-হারম্ ॥

নবীন-গোবিন।

এমনম্ উদারম্ এমনম্ দাতারম্
ভুবনম্ ভিতরম্ আছে কেবা আরম্ ॥
নকুড়-গুণে ঝুরে মরি গো !
(আমরা) নকুড়-গুণে ঝুরে মরি গো !

এক বৈরাগীর মৃদু পদে প্রবেশ।

বৈরাগী। মুকুন্দ মধু-স্থদনম্!

বলো মুকুন্দ মধু-স্‌-দ-নম্!

নবীন-গোবিন। কে—অম্!

বৈরাগী। (গলা খাঁকার দিয়া—গান)

মন! তোর ভাঙ্গ্‌বে ভুল আর কবে!

এই স্থখ-রাশ্ অই কুস্থম-ব'স!

আর ক মাস বা রবে॥

বাইজী। বাবু—সা-ব! আজ তবে আমি আসি?

নকুড়। (বৈরাগীকে) এই বেটা ধাঙ্গড় চুপ! (বাইজীর প্রতি)

যেও না বাইজী! গলায় দিয়ে ফাঁসি!

আজ থাকো না হেথা বসি॥

নবীন-গোবিন। (গান)

এখনো চাঁদিনী আছে, যামিনী হয়নি ভোর।

কোথা যাবে বাইজী-মণি! বাঁধিয়ে বিরহ-ডোর॥

বাইজী। জরুরি কাম বাবু—সা-ব। আজ বিদায়।

[বাইজীর প্রস্থান।

নকুড়। অস্তাচলে গেল শশী,—অস্তাচলে গেল রে!

কি হ'লো হে প্রিয়-সখা—কি হ'লো কি হ'লো রে!!

নবীন-গোবিন। ওরে, এই যে ছিল, কোথা গেল,—

কমল-দল-বাসিনী।

ওরে, বিহনে পিয়ার ভুবন আঁধার,—

জল-ছাড়া মীন আর বাঁচিনি॥

আমরা তবে যাই এখনি!

(কীর্ত্তনে)

আন্‌তে ও সেই বাইজী ধনি!

ওরে, নকুড় বাবুর রতন-খানি!!

[ছুটিয়া প্রস্থান

বৈরাগী। রাধে গো-বি—ন্দ! এরা কে—গো?

গীত।

এই উঠ্‌ছে সুখের নিশান,

ব'সে আছ তাকিয়া ঠেশান,

বাজ্‌লে মহাকালের বিষাণ,

অম্‌নি যেতে হবে।

এই ধন-দৌলৎ পুৎ-ঔরৎ

কোথায় প'ড়ে রবে।

মন্! তোর ভাঙ্গবে ঘুম আর কবে॥

বাবু-মশাই! আজ আমায় আপনার দেউড়ীতে একটু আশ্রয় দিবেন?

নকুড়। ইস্! বেটা যেন আমার অন্ধের নড়ি!

ছাড়্ বেটা এখনি আমার বাড়ী।

নৈলে, ছিঁড়ে দেবো তোর—ঐ লম্বা দাড়ি॥

বৈরাগী। রাধে মাধব! রাধে মাধব! বাবু আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন না? আমি যে আপনারই প্রজা;—আপনার তালুকে আমার বাস!

নকুড়। এঃ! আমার প্রজা! নিকালো আবি হিঁয়া—সে! তালুক —টালুক আমি মানি না। না বেরোও—ত—এই ধর্‌বো গর-দান! ছাড়িয়ে দিব বৈরাগী জান! এখনও দাঁড়িয়ে?

বৈরাগী। হুজুর! একটা কাজের জন্যে কল্‌কেতা এসেছিলুম। বেলা শেষ হয়ে গেল; আজ আর যেতে পারলুম না। কেবল একটু শোবার যায়গা; এক গণ্ডূষ জলও চাহি না। ব্রজ—মা—ধব! ব্রজ—মা—ধব!

নকুড়। আমার সঙ্গে চোপ্‌রা! ন্যাক্‌রা তোর ভাঙ্গ্‌ছি দাঁড়া! নিয়ে আয় ত রে হুড়্‌কো! (নেশার ঝোঁকে)

"খাপ—তরিবৎ বাইজী আমার হৃদয়-দাঁড়ের ময়না।

লক্ষ টাকা খরচ ক'রে,—দিব তোরে,—

জড়োয়া হীরের গয়না!

আয়না বাইজি!—বুক-জোড়া ধন!

আয়না—একবার আয়—না!!

(বৈরাগীর প্রতি) এখনও বদ্‌খদ মুরোদটা আমার সাম্‌নে খাড়া ?

বৈরাগী। হরে গোবিন্দ ! এই কি আমাদের জমিদার নকুড়বাবু ?

[প্রস্থান।

মোটর-গাড়ী-চালকের প্রবেশ।

মোঃ-গাঃ-চাঃ। বাবু ! গাড়ীত মেরামত হোগিয়া ; লেকিন্ আপ রূপেয়া না দিয়া ; ইসি ওয়াস্তে গাড়ী আজ নাহি মিলা।

নকুড়। আচ্ছা হুয়া। রূপেয়া নাহি মিলেগা ! ভাগো হি'য়াসে ভাগো !

মোঃ-গাঃ-চাঃ। বাবুকো নেশা হুয়া।

[প্রস্থান।

আর্ম্মাণী অংশীদারের চাকরের প্রবেশ।

আঃ-অং-চাঃ। আমার মনিব জরুর ক'রে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হিসেব-নিকেশ আবশ্যক। টাকা চাই।

নকুড়। কিসের টাকা রে বেটা ?

(নেশায়) ও তার, চরণ-নূপুর, বাজে কি মধুর,
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া।
আমার দুর দুর কাঁপে হিয়া।

আঃ-অং-চাঃ। আপ্‌নি বেটা বেটা কর্‌বেন না ! মুখ সাম্‌লে কথা

কর্বেন। আপনি আফিস ফেল্ করেছেন। হিসাব চাই।
টাকা চাই।

নকুড়। নেহি মিলে—গা ; যা—ও ; হ—টো !

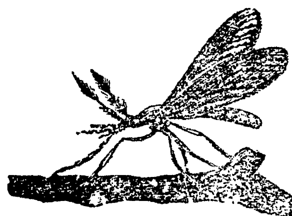
(নেশায়) তুমি আমার রসগোল্লা, আমি তোমার রস্।
তোমার গুণে বাইজি-মণি ! দুনিয়া আমার বশ্॥

আঃ-অং-চাঃ। আচ্ছা, আজ আমি চল্লুম। টের পাবে কাল
সকালে।

নকুড়। যাঃ—যাঃ—বেটা যা !

(নেশায়) নিকুঞ্জ-কুটীরে সুখ—অভিসারে,
রহুঁ রহুঁ চন্দ্রাবলী যাই !

(মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত)



পাট-পরিবর্ত্তন।

একটী টাকা-হাতে এক শীর্ণকায় প্রবীণ
ব্যক্তির প্রবেশ।

(গায়ে ছেঁড়া চাদর, পায়ে ছেঁড়া চটি, হাতে
ছেঁড়া ছাতা, কপালে তিলক)

গীত।

আমি সার ভেবেছি টাকা।
টাকার তরেই এ সংসারে
আমার বেঁচে থাকা ॥
হ'ক না কেন বেটা-বেটি আত্ম-পরিবার,
টাকার তরে রেয়াৎ আমি রাখি নাক কা'র,
টাকাই আমার প্রাণের দোসর,—
টাকা বিনে সব ফাঁকা !!
লোক-লৌকতা সরম-ভরম কিছুই আমার নাই,
দীন-ভিখারী এলে দ্বারে তখনি তাড়াই,
(আমার) টাকার তরে (এই) আঁত-পাকানো,-
(দেহ) দড়ি ক'রে রাখা ॥
দিন্-দরিয়া যাক্ না ডুবে আমার তাতে কি ?
পাপ-পুণ্যের মাথায় আমি কুড়ুল মেরে দি,—
(আমার) টাকাই ধরম, টাকাই করম,—
টাকা আমার প্রাণ-সখা ॥

সপ্তম দৃশ্য।

[নকুড় বাবুর কলিকাতাস্থ বাটী]

নকুড়বাবু, আর্ম্মাণী অংশিদার, মিউনিসিপাল ওভারশিয়ার, শশিমুখী, ঝি, ডাক্তার বাবু, মেথর-দম্পতি।

আঃ-অং। নকুড়বাবু! কাল আমি আপনার নিকট লোক পাঠিয়েছিলাম। আপনি তার অপমান ক'রেছেন। জানেন,—আপনারই দোষে আফিস্ ফেল হ'য়েছে। সুতরাং আমার অংশ, আমার প্রাপ্য, আমি এক পয়সাও ছাড়্‌ব না। বুঝ্‌লেন?

নকুড়। আমার দোষে কিরূপ? আমি কি আফিসের টাকা হাঁ ক'রে গিলে গিলে খেয়ে ফেলেছি?

আঃ-অং। আপনি টাকা গিলে গিলে খান নাই; বিয়ার ব্র্যাণ্ডি কিনে কিনে খেয়েছেন। আমার প্রাপ্য টাকা আপনি চুকাইয়া দিবেন? না, আমি আপনার বাড়ী এখনই নীলামে চড়াবো?

নকুড়। বাড়ী নীলাম? অত্যন্ত স্পর্দ্ধার কথা। আমি আপনার টাকা ধারি না।

আঃ-অং। বেইমান! টাকা ধারো না? এখনই আমি তোমার

নিকট টাকা আদায় ক'র্‌বো। না ব'ল্‌বে,—ত অপমান ক'রবো ; জেলে পাঠাবো।

নকুড়। উভয়ের টাকায় আফিস্‌ চল্‌ছিল ; আফিস্‌ ফেল হ'য়েছে, উভয়েরই টাকা গিয়েছে ; আমি আবার কার টাকা ধারি ?

আঃ-অং। তুমি তোমার অংশিদারকে ফাঁকি দিবার জন্যই ইচ্ছা-পূর্ব্বক আফিস্‌ ফেল করিয়াছ ; আমি আর কোন কথা শুনিতে চাহি না ; ইতিমধ্যেই আমি বাড়ী ডিক্রী ক'রে রেখেছি। এ বাড়ী এখন আমার দখলে।

নকুড়। মুখ সাম্‌লে কথা কবে।

আঃ-অং। কি ? মুখ সাম্‌লে কথা ক'ব ? জোচ্চোর ! দোসরা কথা কবি ত, চোয়াল ভেঙ্গে রক্ত বার ক'র্‌বো !

নকুড়। দরোয়ান ?

আঃ-অং। আবার দরোয়ান ?—এই মার্‌লুম ঘুষি ! দেখি তোর কোন্‌ দরোয়ান-বাবা রাখে ?

(উভয়ে ঘুষাঘুষি ; নকুড় ধরা-পতিত)

বস্‌ আজ এই পর্য্যন্ত ; কাল সকালে ডিগ্রীজারী ক'র্‌বো ; টাকা আমার গেছে কোথা ?

[প্রস্থান।

নকুড়। (উঠিয়া) গেছে বেটা ! উঃ ! অকারণ দাঁড়িয়ে এত অপমান ? কে আছ ওখানে,—ঝি !

ঝির প্রবেশ।

ঝি। বাবু ডাকৃছেন ?

নকুড়। (ভেঙ্গাইয়া) বাবু ডাক্‌ছেন ? কোথা ছিলি মাগী এতক্ষণ? আমি যে মরে গেছ্‌লুম ! দেখ্ দেখি, গালে পিঠে কাল্‌-শিটে !

ঝি। (স্বগত) বাবু কি পাগল হ'ল গা ? (প্রকাশ্যে) বাবু! আপনার তার পেয়েই রাণী-মা তাড়াতাড়ি কল্‌কেতা এলেন ; তাঁর গায়ে পিঠে বড়ই ব্যথা হয়েছে। তেল দিচ্ছিলুম। কে মার্‌লে বাবু আপনাকে ?

নকুড়। কে মার্‌লে ?—ভগবান রে বেটি ভগবান ! নেকি মাগী ! একটু জল আন্।

ঝি। (একান্তে) বাবুর কি মাথা বিগড়ে গেল ? তা হতে পারে। আফিস্ ফেল হয়েছে ; দেনদারেরা তাগাদা লাগিয়েছে ! যাই, জল আনি !

[প্রস্থান।

মিউনিসিপাল ট্যাক্স-কলেক্টারের প্রবেশ।

মিঃ-ক। নকুড়-বাবু ! আমরা আর কোন কথা শুন্‌ব না ; বাড়ী আপনার ডিক্রী হয়েছে ; টেক্সের তামাম টাকা এখনই চুকাইয়া চাই।

নকুড। (বড় কষ্টে কোঁতাইয়া) আজ টাকার বড় টানাটানি ; কাল আস্‌বেন ; চুকিয়ে দেব।

মিঃ-ক। তা হবে না ; ও জোচ্চোরী আর চল্‌বে না ; গলায় গামছা দিয়ে আদায় কর্‌বো।

নকুড়। দরোয়ান ?

মিঃ-ক। দরোয়ান কি কর্‌বে ? আমায় ধরে রাখ্‌বে না কি ? জানো নকুড় ! আমরা মিউনিসিপালিটির লোক। দেউলে নকুড় বাবুর দরোয়ানকে আমরা ভয় রাখি না।

নকুড়। যে—সে এসে অপমান কর্‌বে ? দেখ, বক্-বক্ করো না ; আজ পালাও,—কাল এসো।

মিঃ-ক। রসো,—আঙ্গুল না-বাঁকালে চল্‌ছে না ; সোজা আঙ্গুলে কি ঘি বেরবে ?

নকুড়। কি ?—বেঙ্গেও লাথি মার্‌বে ? বেরোও হারামজাদ !

মিঃ-ক। বটে রাস্কেল ! জোচ্চোরী কর্‌বি ; আবার তার সঙ্গে দাঁত-খামুটী ? গালি-গালাজ ? (আস্তেন গুটাইয়া অগ্রসর)

নকুড়। (আগাইয়া আসিয়া ওভারসিয়ারের গলা ধরা) এখনও মুখ সাম্‌লে !

মিঃ-ক। এখনও গাল্ সাম্‌লে ! (গালে চড় মারা ; উভয়ে মারা-মারি)।

জলের গ্লাস হাতে ঝির প্রবেশ।

ঝি। ওগো-ওকি-গো ! কি হ'লো-গো ! ওগো বাবু—মেরে ফেল্লে গো ! ও দরোয়ান ! দরোয়ান ! রাণী মাকে বলি গিয়ে গো !

[গ্লাস রাখিয়া প্রস্থান।

দরোয়ানের প্রবেশ।

দরোয়ান। ক্যা হুয়া বাবু!—ক্যা হুয়া!

মিঃ-ক। হোঁক্ক—হুয়া! কাল সকালে বাবুর বাড়ী-জুড়ী নীলাম করবো; আজ বস্।

[দ্রুত প্রস্থান।

নকুড়। দরোয়ান! জলের গেলাস সরিয়ে দাও। দরোয়ান! আমার বড় অপমান! এখনি আমায় পাল্কী ক'রে দেশে নিয়ে চল। যাক্—আমার কল্‌কাতার আফিস-বাড়ী—জুড়ী—গাড়ী—সব যাক্। বড় লাঞ্ছনা! বড় গঞ্জনা! বড় জ্বালা! গাঁয়ের বাম্‌নি-গিন্নি কি আমায় ডাক্‌ছে?

দৌড়িয়া ঝির প্রবেশ।

ঝি। ওগো বাবু গো! ওগো দরোয়ান গো! রাণী মা নেই গো!

নকুড়। অ্যাঁ! কি হ-য়েছে?

ঝি। ওগো বাবু গো! রাণী-মার কি হ'লো গো! কেন আমি আপনার তার পেয়ে তাড়াতাড়ি তাঁকে কল্‌কেতা নিয়ে এলুম গো! রাণী-মা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছিলেন; আমি তখন আপনার জন্যে জল নিয়ে আস্‌ছিলুম। গিয়ে দেখ্‌লুম, রাণী-মা নীচে পড়ে গেছেন। দাঁত ভেঙ্গে গেছে। ঠোঁট কেটে গেছে। মাথা ফেটে গেছে।

ঝর ঝর রক্ত—বাবু গো! ঝর্ ঝর রক্ত! যাই,—মুখে জল দি'ইগে গো!

নকুড়। দরোয়ান! চাকরকে ডাক্তার ডাক্‌তে বলো; ধ'রে নিয়ে চল ত; আমি দেখি গে! (উত্থান-চেষ্টা) না; উঠ্‌তে পর্‌লুম না; মাথা ঘুর্‌ছে; চোখ বুজে আস্‌ছে; পৃথিবী অন্ধকার ঠেক্‌ছে। ডাক্তার আস্‌ছে? দরোয়ান! জলের গেলাসটা এগিয়ে দাও ত; বাম্‌নিকে আমার চোখের সাম্‌নে থেকে সরে যেতে বল ত?

দরোয়ান। বাম্‌নি? উ ও কাঁহা হ্যায়?

নকুড়। অন্ধ! দেখ্‌তে পাচ্ছো না? ঐ যে দাঁড়িয়ে খিল্ খিল্ হাস্‌ছে?

ডাক্তারেরর প্রবেশ।

ডাক্তার। কি খবর নকুড় বাবু?

নকুড়। বিষম দুর্ঘটনা; ভিতরে গিয়ে দেখে আসুন; আমারও বড় অসুখ; উঠ্‌তে পাচ্ছি না।

[ডাক্তারের প্রস্থান।

দরোয়ান। আমিও যাবো নাকি?

নকুড়। যাও; খুব যাও; একে একে সব্ যাও।

[দরোয়ানের প্রস্থান।

মেথর-দম্পতির প্রবেশ।

মথর-দম্পতি। (গান)

ঝাড়ু মারো এমন বাবুর মাথায়।
ঝাড়ু মারো এমন বাবুর মাথায়॥

নকুড়। দগ্‌দগে ঘায়ে নুনের ছিটে! তোরা আবার কেন?

মেথর-দম্পতি। (গান)

ঝাড়ু মারো এমন বাবুর মাথায়।
ঝাড়ু মারো এমন বাবুর মাথায়॥

দরোয়ান-সহ ডাক্তারের প্রবেশ।

ডাক্তার। মশায়—নকুড় বাবু! দুর্ঘটনা বড় গুরুতর; মাথায় বিষম আঘাত; আরোগ্য কিছু সময়-সাপেক্ষ।

নকুড়। কল্‌কেতা থাকা আমার পক্ষে এখন একান্ত অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ছে। কাল সকালেই আমি দেশে যাবার ইচ্ছা কর্‌ছি। কি বলেন?

ডাক্তার। একান্ত অনুচিত।

নকুড়। এখানে থাকাও আর আমার পক্ষে একান্ত অনুচিত।

ডাক্তার। তবে যা আপনার ইচ্ছা। কিন্তু সুচিকিৎসা বিশেষ আবশ্যক। আমি আসি।

[ডাক্তারের প্রস্থান।

মেথর-দম্পতি। গীত।

বাবুর বাড়ী ডিক্রী-জারি,
নীল বাতী জ্বলে।
আজ-কাল ক'রে বাবু
তলব না দিলে॥
চাইতে গেলে গুষ্ঠি মিলে, ভাগিয়ে দেয় —
কড়া কথায়।
ঝাড়ু মারো এমন বাবুর মাথায়।
ঝাড়ু মারো এমন বাবুর মাথায়॥

নকুড়। যাঃ—যা! আজ যাঃ কাল সকালে তলব চুকিয়ে নিয়ে যাস্। দরোয়ান! আমরা কাল সকালেই দেশে চলে যাবো। তার ব্যবস্থা কর্‌বে। এই বার আমায় ধর ত। আমি বোধ হয়, ভিতরে যেতে পার্‌বো।

[নকুড় বাবুকে লইয়া দরোয়ানের প্রস্থান।

মেথর-দম্পতি। গীত।

দিন দুই তিন জারি-জুরি,
সহরে এসে।

ছি-নি-নি-নি • খেলে টাকা,

নবাবী বেশে ॥

গরব-ভরে থুথু ফেলে ধর্ম্মের মাথায় ।

ঝাড়ু মারো এমন বাবুর মাথায় ।

ঝাড়ু মারো এমন বাবুর মাথায় ॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান



পট-পরিবর্ত্তন।

বর-সজ্জার ফর্দ্দ-হাতে বরের বাপের প্রবেশ।

গীত।

ও মায়া-কান্না কাঁদ্‌লে কি হবে!
একটী পয়সা আর কমে না,—
যদি আমার ছেলে চাবে॥
দয়া দয়া ক'রো বা কি,
দয়ার বা কি আছে বাকী,
মাইনর ফেলে হাজার টাকা,
আর কি,—এমন সস্তা পাবে॥
রূপোর দান আর চুড়ি-স্থটে,
এত কি তায় খরচ বটে,—
এক-শ খানা নমস্কারী,—
নইলে, দোসরা জায়গা যাবে॥
তোমার আকায় মাকড়সা-জাল,
আমার কি দোষ,—তোমার কপাল!
অপরের ভোগ,—ও মেয়ের বাপ!—
ভোগে কে আর কবে॥

অষ্টম দৃশ্য ।

[নকুড় বাবুর দেশস্থ বাটী]

নকুড়-বাবু, শশিমুখী, ঝি, বৈষ্ণবী, ডাক্তার বাবু, আউলে ক্ষেপা ।

নকুড় । কি হ'লো !—সব গে—লো ! কল্‌কাতা—আফিস—পসার প্রতিপত্তি সব গে—লো ! শশিমুখি ! এখানে আছ ?

শশিমুখী । আছি । এখনও আমার গায়ে-মাথায়-দাঁতে-চোঁয়ালে বড় ব্যথা । কথা কইতে বড় কষ্ট । সব গেছে,—গে—ছে ; আবার হবে । ডাক্তারকে আস্‌তে বলেছ ?

নকুড় । বলেছি বই কি ? ঝি কি এখনও ফেরে নি ?

ঝির প্রবেশ ।

ঝি । ডাক্তার বাবু আস্‌ছেন ।

ডাক্তারের প্রবেশ ।

নকুড় । ডাক্তার বাবু ! আমার স্ত্রীর মাথাটা দেখুন দেখি ! যা'তে শীঘ্র সেরে উঠে, সেইরূপ ঔষধ দিবেন । আপনাকে আর কি ব'ল্‌বো, আমাদের শনির দশা প'ড়েছে । বড় বিপদই যাচ্ছে ।

ডাক্তার । (শশিমুখীর মাথা দেখিয়া) সার্‌বে বই কি সার্‌বে

তবে নির্দ্দোষ সারতে কিছু সময় লাগবে। লোক পাঠিয়ে দেবেন,—ওষুদ্ দেবো।

[ডাক্তারের প্রস্থান।

নকুড়। (শশিমুখীর প্রতি) বামুন-গিন্নির কিছু খবর পেয়েছ? কিছু খোঁজ নিয়েছ? এক একবার মনে হ'চ্ছে, বামুন-গিন্নির বড় অপমান ক'রেছি, দুঃখী প্রজাগুলোকে বড় কষ্ট দিয়েছি, তাই কি এমন হ'লো?

শশিমুখী। আমারও মনটা এক একবার যেন চমকে চমকে উঠ্ছে; কি জানি, কিসে কি হ'লো? যাক্—যা হবার, তা হ'য়ে গেছে; বেশী ভাব্লে অসুখ বাড়্বে; যা রয়—সয়, তাই ভাল।

এক বৈষ্ণবীর প্রবেশ।

বৈষ্ণবী। গীত।

শ্যামশুক পাখী, সুন্দর নিরখি,—
রেখেছিনু হৃদি—মাঝে।
এখন, নখর-প্রহারে, হু হু লহু ঝরে,
বাজ্ যেন বুকে বাজে॥

(নকুড় বাবুর প্রতি) বাবু সাহেব! (শশিমুখীর প্রতি) রাণী মা! আমার অপরাধ নেবেন না; গাঁয়ে গাঁয়ে রব উঠেছে—আপনার প্রজারা বড় কষ্ট পাচ্ছে; একজন বামুন-বিধবা

বাস্তু-ছাড়া হয়েছে ; শুনে বড় কষ্ট হ'লো ;- তার পর শুন্‌লুম, আপনাদের ভারি বিপদ হয়েছে ; আপনারা আমাদের জমিদার ; তাই একবার দেখ্‌তে এলুম। ভিক্ষে দেন—দেবেন ; না দেন, অম্‌নি দেখে চলে যাব।

(গান)—

এক যে বাবু, ছিল তাজা,
হীরে-সোণার দেশে।
নেশার ঝোঁকে, মনের পাকে,
মজ্‌লো বাবু শেষে ॥

নকুড়। মজেছিলুম বটে ; কিন্তু এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি, মজেছিলুম। শশিমুখি ! তুমিও বুঝ্‌তে পাচ্ছো না ?

আউলে ক্ষেপার প্রবেশ।

আউলে। ওরে, অবুঝ ছেলে সুবুঝ হ'লো,
হাল্‌কা হল বোঝা।
ওরে ঘোর বিকারে, ওষুদ করে,
বামুন-গিন্নি রোঝা ॥

নকুড়। বুঝেছি, বামুন-গিন্নিই রোঝা বটে ! এইবার হুঁস হচ্ছে। শশিমুখি ! হুঁস হচ্ছে ?

শশিমুখী। বৈষ্ণবি ! তোমার নাম অনেক দিন শুনেছি বটে !

তোমার কি এমনি ভিক্ষে ক'রেই দিন চলে? আর কি কেউ নেই?

বৈষ্ণবী। না মা! কেউ নেই; তবু ভাল,—তুমি জিজ্ঞাসা করলে! শুনেছিলুম, তোমার বাড়ী কেউ এলে, তুমি মুখ তুলে কথাই কইতে না। সে ভাব বদল হয়েছ—ভাল।

(গান)—

ভালবাসিবে ব'লে, ভালবাসি-নে।
আমার স্বভাব এই, আমি তোমা বই আর জানি-নে॥
বিধুমুখে মধুর হাসি, দেখতে বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখতে আসি, দেখা দিতে আসি-নে॥

আজ আসি তবে বাবু! আসি তবে রাণি!

শশিমুখী। আজ বড় অসুখ; ভিক্ষে দিতে পারলুম না; আর একদিন আসিস্—বেশী ক'রে ভিক্ষে দেব।

নকুড়। আর একদিন আসিস্—আসিস্, তোর কষ্টের কথা শুনবো।

বৈষ্ণবী। (গান)

ওরে, চকোর-চকোরী, গলা ধরাধরি,
প্রাণ ভরি খায় চাঁদ-সুধা।
ওরে, এতদিন পরে, যায় বুঝি দূরে,
বিয়াড়া বিষম সহুরে ক্ষুধা॥

[প্রস্থান।

নকুড়। শশিমুখি! সহরের গ্যাস-জল ভাল? না, পাড়াগাঁয়ের কাদা-পাঁক ভাল? সহরের ভুঁড়ো বাবু ভাল? না, পাড়াগাঁয়ের গরিব প্রজা ভাল?

আউলে। ওরে,—পা পিঁছলে পড়েছিনু,
সহরের শাণ-বাঁধা ঘাটে।
ওরে, ব্যথা পেয়ে দৌড়ে এনু,—
পাড়াগাঁয়ের হাটে॥
ওগো! আর কি সেথা যাব গো!

নকুড়। আউলে! তোকে এ সব ছড়া শিখায় কে? তার বাড়ী কোন্ দেশে? কি করে সে?

আউলে। ওগো, ভাব-সাগরের মাঝি তিনি,
সাম্‌লে ধরেন হাল।
তুফান দেখে, সাম্‌লে থেকে,
চালান্ বাদাম-পাল॥

শশিমুখী। আউলের ছড়াগুলা শুন্‌বার মত বটে,—ভাব্‌বার মতও। আমি এতদিন কোথায় ছিলুম!

আউলে। ওগো! মগজে যার মগজ থাকে,
সেই ত ভাব্‌তে পারে।
ওগো! ঠুলি-বাঁধা, কলুর বলদ
ঘুরে ঘুরে মরে।
ওগো! ভূতের নাচন এলো কমে,
পেত্‌নির বদল রং।

ওগো ! এঁদো-ডোবায় পদ্ম-কলি,
ধর্ম্মের এমনি ঢঙ্ ॥
ওগো ! রাত পোহাল, ফরসা হ'লো,
ভরসা হ'ল কিছু।
আর কেন তুই আউলে হেথা,
সরে পড়্রে পিছু !—

[প্রস্থান।

নকুড়। শশিমুখি ! তুমি এত দিন ব্যাকট্রিয়লজি পড়্লে ; আমি বাইলজি পড়্লুম ; এইবার ফিলজফি ভাব্বার সময় হয়েছে ; আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

শশিমুখী। আমার মাথাটা যেন কেমন-কেমন ; সবই যেন কেমন-কেমন ! মাথায় ওষুদটা একবার দিই গে। তাইত, আমি এতদিন কাউকে গ্রাহ্য করতুম না ; সাধু ভাষায় কথা কইতুম ; দুঃখীর দিকে চাইতুম না ; মনে মনে করতুম, দুনিয়ায় আমিই কেবল মস্ত বড় ; সেই জন্যেই কি এমন হ'লো ? কল্কেতায় মনে হ'লো,—বামুন-গিন্নিই যেন আমাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল ; প্রজাগুলো পিছুতে দাঁড়িয়ে খিল্ খিল্ হাস্ছিল ! কেন আমার এমন ভুল হয়েছিল ?

পট-পরিবর্ত্তন।

কতিপয় হোমরা-চোমরা হিন্দুর প্রবেশ।

গীত।

(আমরা) সাবেক হিন্দু রাখব নাক' আর।
কয় সাঙ্গাৎ মিলে, হুজুক তুলে,
করবো তোদের পগার-পার ॥
উড়িয়ে নতুন ঢঙ্গের নিশান,
ভাঙ্গবো তোদের ধম্মের গুমান,
মনু তোদের কি মুরুব্বি,—
দেখ্‌বো এইবার ॥
সমাজ-সমাজ করিস্‌ রে কি,
এ সমাজে কি আছে বাকি,
মোদের আঁখির ঠারে, সমাজ ফেরে,—
(আমরা) নতুন সমাজ-অবতার ॥
চালিয়ে নতুন কলমের খোঁচ্‌,
ঘুচিয়ে দেব সেকালের পোঁচ,
এখন, নতুন চলন, নতুন ধরণ,
নতুন সং-স্‌-কার ॥

নবম দৃশ্য।

[নকুড় বাবুর দেশস্থ বাটী]

নকুড় বাবু, শশিমুখী, দরোয়ান, গমস্তা, ঝি, পরাণ, ঠান্‌দিদি, আউলে, বৈরাগীদল।

নকুড়। আজ যেন মাথাটা একটু খোলসা খোলসা মনে হচ্ছে।

দরোয়ানের প্রবেশ।

দরোয়ান। গমস্তা আপকা-ওয়াস্তে খাড়া হ্যায়।

নকুড়। বোলাও।

গমস্তার প্রবেশ।

গমস্তা। বাবু! সর্ব্বনাশ! কতকগুলা প্রজা এককাট্টা হয়ে খাজনা বন্ধ করেছে। অষ্টমের টাকা যোগাড় কর্‌তে পারিনি। কাল কালেক্টারীর টাকা দাখিলের দিন। এবার আর বুঝি রাখ্‌তে পারলুম না।

নকুড়। অ্যাঁ—!

গমস্তা। নিমে বেটা ইচ্ছে ক'রে খাজনা দিতে দেরী করেছিল; সে ত আপনি সবই জানেন। আপনারই আদেশ-মত তাকে একটু ধমক দিয়েছিলুম। তাই কতক প্রজা ধর্ম্মঘট করেছে।

নকুড়। আমিও একখানা দরখাস্ত পেয়েছিলুম বটে। এইবার

ঠিক হয়েছে। প্রজাদের সঙ্গে আমি যেমন ব্যবহার করে-ছিলুম, এইবার তার ফল ফলেছে। পিতৃপুরুষের বাস্তু ছেড়ে,—পুত্রবৎ প্রজাগণকে ছেড়ে,—এতদিন আমি সহরের সুখ-সাগরে সাঁতার দিচ্ছিলুম; এইবার হাত পায়ে ঘন ঘন খিল ধরছে; ডুবলুম—ডুবলুম! অকুল পাথারে ডুবলুম। (রাগের সহিত) গমস্তা!—তুমি অত্যন্ত স্বার্থপর; অত্যন্ত বদমায়েস। আমি একগুণ কর্‌তে বলেছি; তুমি দশগুণ করেছ; আমি ধ'রে আন্‌তে বলেছি, তুমি বেঁধে এনেছ! তোমারই দোষে আমার জমিদারী যেতে বসেছে। তুমি বাস্তু-ঘুঘু!

গমস্তা। এখন বল্‌বেন বইকি! বুকের রক্ত দিয়ে এতদিন আপ-নার কাজে খাট্‌লুম; এখন আমি বাস্তু-ঘুঘু হ'ব বইকি! আপনি কাগজ-পত্র সব বুঝে নিন্‌। আমি আর একদণ্ডও আপনার বাড়ী থাক্‌বো না।

নকুড়। তোমার ফন্দী আমি বুঝেছি! তুমি আমায় বিপদে ফেলে নিজনামে জমিদারী কিন্‌বার যোগাড় করেছ! তুমি কি অমনি-অমনি রেহাই পাবে? তোমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমি আটক কর্‌বো!

গমস্তা। সে পরের কথা। এই আপনার কাগজ-দপ্তর রইলো, আমি বিদায়। আর কি এখানে থাকা পোষায়?

[প্রস্থান।

নকুড়। বুঝেছি—বুঝেছি! আমি বড় নেশায় ভোর হ'য়েছিলুম;

তাই এতদিন বুঝ্‌তে পারিনি ; এখন সব বুঝেছি, সব বুঝেছি ! আমি মহাদম্ভে বামুন-গিন্নির আপমান করেছিলুম ; প্রজাদের উপর অব্যবহার করেছিলুম, সহরের সুখ-বিলাসে বিভোর হয়েছিলুম, এসব বিপদ তারই ফলে। দরোয়ান! বামুন-গিন্নির খবর নিয়েছ ? পরাণকে ডেকেছ ?

পরাণ ঘোষের প্রবেশ।

পরাণ। বাবু মশাই ! ডেকেছেন ? আপনি আমাদের বড় অপমান করেছেন ! মার পর্য্যন্ত খেয়েছি ; সব সয়েছি ; সব ভুলেছি ; আপনি জমিদার,—ডেকেছেন। আবার এয়েছি। কিন্তু বামুন-গিন্নির অপমান, বামুন-গিন্নির কষ্ট আমাদের বুকে বড় বাজ্‌ছে ; বামুন-গিন্নি কেঁদে কেঁদে বড় কাতর !

নকুড়। যা হবার, তা হয়ে গেছে। যা কর্‌বার, তা ক'রে ফেলেছি। এইবার আমি তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে মাখ্‌বো। আমার জননীর মত তাঁকে ভক্তি কর্‌বো। তিনি এখন আছেন কোথা ?

পরাণ। পাল্‌তেদের পড়ায় আমরা তাঁর জন্যে কুঁড়ে বেঁধে দিয়েছিলুম ; সে কুঁড়ে ঘরে কে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল ; পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। এখন তিনি সাঁপুইদের দরজায় আছেন। বড় কষ্ট তাঁর-বাবু মশাই !

নকুড়। তাঁর বড় কষ্ট, আমার নরকের জ্বালা। আমার সব গেছে ; কল্‌কাতা গেছে ; কারবার গেছে ; জমিদারী-ও যায়-যায় !

পরাণ। বাবু-মশাই! গমস্তার জ্বালায় জ্বালাতন হ'য়ে প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে! আপনি জমিদার, আপনি ত একদিনও প্রজাদের মুখের দিকে তাকান্‌নি। আপনি জমিদার ব'লে আমরা সব সয়ে আছি। এখনও কি আপনি মুখ তুলে চাবেন না?

নকুড়। ভুল হ'য়েছিল, অত্যন্ত ভুল হয়েছিল। সে গমস্তার কর্ম্ম-গিয়েছে। তুমি এখনি যাও। বড় বড় মাতব্বর প্রজাগণকে আমার কথা বুঝিয়ে বলোগে; আজ বৈকালে যেন তারা আমার সঙ্গে দেখা করে; আমি যত্ন ক'রে সকলকার কষ্টের কথা শুন্‌বো: উচিতমত ব্যবস্থা কর্‌বো; আর কাউকে কোন রকমে কষ্ট পেতে দেবো না। নিমের এ বছরের খাজনা রেহাই দোবো, তার ওষুদের ব্যবস্থা কর্‌বো! বুঝ্‌লে পরাণ?

পরাণ। সব বুঝেছি, বাবু-মশাই! সব বুঝেছি। এতদিন যদি আপনি এমন কর্‌তেন, সহরে গিয়ে আমাদের ভুলে না থাক্‌তেন, তা হ'লে কি আজ এমন হ'ত! আমাদের এত কষ্ট হ'ত; আপনার এত বিপদ ঘট্‌ত! তবে চল্লুম বাবু!

নকুড়। আচ্ছা—এস! বেশ ঠাণ্ডা ক'রে, বেশ ঠাণ্ডা হ'য়ে সকলকে বুঝিয়ে বল্‌গে, আমি তাদের সকল কষ্ট দূর কর্‌বো।

পরাণ। যে-আজ্ঞে! পরণাম।

[প্রস্থান।

আউলে ক্ষেপার প্রবেশ।

আউলে। ওরে, এত দিনে ভুল ভেঙ্গেছে,
কুল দিয়েছেন কালী।
ওরে, বৃন্দাবনে ফিরে এলো,
ব্রজের বনমালী ॥
ওরে, ঘরের ছেলে, ঘরে খেলে,
ঘরের সাথী নিয়ে।
ওরে, বাস্তু ঘুঘু ফাঁদে সাবাড়,
ধর্ম্মে – ফাঁকি দিয়ে ॥
ওরে, কুমড়ো-ফাটা পেত্নি উবুড়,
ভূতের খোলস খোলা।
ওরে, আঁধার ঘরে, চাঁদের আলো,
ধর্ম্মদেবের মেলা ॥

'ধীরপদে ঠান্‌দিদির প্রবেশ।'

ওরে, নকুড় বাবুর চোখ ফুটেছে,
ঠান্‌দিদির আজ পূজো।
আউলে ক্ষেপা, পেট ভ'রে তুই,
খাবি ভাজা-ভুজো।

নকুড়। (ঠান্‌দিদিকে দেখাইয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া)—ঠান্‌দি! বড় অপরাধ করেছি, বড় কষ্ট পাচ্ছি; কল্‌কেতায় আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, তোমায় অপমান করেছিলুম, তেমনি

হাজার অপমানে আমার মাথা কাটা গেছে, তোমার শাপে জমিদারী আমার যায়-যায় হয়েছে। তুমি বলো,—তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর্‌বে ?

আউলে। (নাচিতে নাচিতে)

ঠান্‌দিদি হে !

মুঞ্চ ময়িমানমনিদানম্‌ !

নকুড়। ঠান্‌দি ! এতদিন পরে বুঝেছি, আমি বাস্তু ছেড়ে, গাঁ ছেড়ে, প্রজা ছেড়ে, তোমাদের সকলকে ছেড়ে, সহরের বিলাসে মেতে, গুরুতর অপরাধ করেছি ! প্রাণের তুল্য প্রজাগণের—প্রাণের তুল্য গ্রামবাসিগণের অনেককে একে একে চক্ষের সমক্ষে যমের মুখে তুলে দিয়েছি। আমার কত কাঙ্গাল প্রজা আজ একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত, এক ঘটী জলের জন্য কাতর। আমি চোখ থাক্‌তে এতদিন তা দেখেও দেখিনি ! কাণ থাক্‌তে এতদিন তা শুনেও শুনিনি ! টাকা থাকৃতে তার কোন ব্যবস্থাই করিনি ! তারপর, চরম অপরাধ,—তোমার অপমান করা !

আউলে। (কীৰ্ত্তনে)

সহর-পিরিতী সায়রে ডুবিনু,

খাইনু আপন-মাথা !

ঠান্‌দিদি হে ! কি কব মরম-ব্যথা !!

নকুড়। সহরে থেকে থেকে,—সহরের সুখ-মোহে ডবে,—

নেশায় বুঁদ হ'য়ে,—সব জলাঞ্জলি দিয়েছি। বল্‌তেও বুক ফেটে যায়,—সহধর্ম্মিণীকেও সাক্ষাৎ প্রেতিনী ক'রে তুলেছি বড় জ্বালা,—ঠান্‌দিদি! বড় জ্বালা ;—

আউলে। ওরে, কাহিল নাড়া,—সার্‌লো এবার,
পটল-সত্বর জলে।
ওরে, রোঝার ফুঁয়ে, পড়্‌লো ভূত,
ঠান্‌দির পদ-তলে ॥

নকুড়। বলো ঠান্‌দি! আমায় ক্ষমা কর্‌লে! আর আমি কারও অপমান কর্‌বো না; কাকেও কোন জ্বালা দেব না; তুমি এখনি তোমার ঘরে যাও। দরোয়ান সঙ্গে গিয়ে তোমার ঘরের চাবি খুলে দিয়ে আসুক। আজ হ'তে তুমি আমার মা; মাসে-মাসে আমি তোমার মাসোহরার ব্যবস্থা করে দেব।

ঠান্‌দি। বাবু! তুমি আমার পেটের ছেলের তুল্য। তোমার উপর দুঃখ হয়েছিল বটে, কিন্তু ছেলের উপর দুঃখ কি বেশী দিন থাকে বাছা! দুঃখে যদি দুটো একটা কঠিন কথা ব'লে থাকি, মনে কিছু করোনা বাবু! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সুবুদ্ধি বজায় থাক্; তোমার মঙ্গল হোক্। হেঁ বাবু! শুন্‌লুম, বউ-মা নাকি কল্‌কেতায় প'ড়ে গিয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছেন! তাঁকে একবার দেখে যাবো না?

নকুড়। দেখ্‌বেন বই কি! আপনাকে দেখা তার পক্ষেই যে এখন অত্যন্ত আবশ্যক। ঐ যে ঝিয়ের সঙ্গে আস্‌ছে!

হাঁ-করা ঝিয়ের সঙ্গে কাতর-ভাবে
শশিমুখীর প্রবেশ।

ঠান্‌দি। ইঃ—হিঃ—হিঃ! এ কি হয়েছে! আহা—হা! সে রূপের একি দুর্দ্দশা! একটা চোখ বেরিয়ে গেছে; নীচে পাটীর দাঁতগুলো খ'সে গেছে! আহা-হা! কেমন ক'রে পড়্‌লো গা!

নকুড়। কল্‌কাতার বাড়ীতে ছাদের উপর ছিল; হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠে; পড়ে যায়; তাতেই এমন হয়েছে। ঝি! বলো, এখনি ঠান্‌দির দুই পায়ে মাথা লুটাইয়া ক্ষমা চাহুক। ঠান্‌দির পায়ের ধূলা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখুক। ঠান্‌দির আশীর্ব্বাদে তাহলে শীঘ্রই সেরে উঠ্‌বে।

শশিমুখী। (ক্ষীণস্বরে) ঠান্‌দি! আমি আপনার কাছে বড় অপরাধিনী। আমি আপনার বড়ই অপমান করেছি; আপনাকে বড় কষ্ট দিয়েছি। তার ফলে আজ আমার এই দুর্দ্দশা! ক্ষমা করুন। আর আমি আপনাদের অপমান কর্‌বো না; আর আমি আপনাদের ছেড়ে যাবো না; আর আমি বিত্তের দেমাকে আত্মহারা হ'বো না! আর আমি আপনাদের কষ্ট দেখে চুপ ক'রে থাক্‌বো না। ক্ষমা করুন,—ঠান্‌দি! আমার বড় কষ্ট!

ঠান্‌দি। আশীর্ব্বাদ করি, নীরোগ হও!—সুস্থ হও মা! হাতের নোয়া অক্ষয় হোক্ মা! তোমরাই ত আমাদের ভরসা মা!

নকুড় বাবু! ঝি অমন হাঁ করেই রইলো কেন? ওকি মুখ বুজ্‌তে পারে না?

আউলে। ওরে, ভূত পেত্‌নির সাজ খসেছে,
গেঁয়ো হাওয়ার গুণে।
ওরে, বুনো শালিক, পোষ মেনে আজ,
ব'স্‌লো ঘরের কোণে॥
ওরে, ঝিয়ের চোয়াল, আট্‌কে গেছে,
মুখ বুজে না আর।
ওরে, ধর্ম্মদেবের সূক্ষ্ম বিচার,
রেহাই আছে কার॥

নকুড়। ঝিটেরও বড় গরব হ'য়েছিল; ভগবান ওকেও শাস্তি দিয়েছে। আজ কয়দিন ধ'রে ও আর চোয়াল বুজ্‌তে পাচ্ছে না! একদিন হাই তুল্‌তে গিয়ে ঐ দশা হ'য়েছে! ডাক্তার দেখান হ'য়েছিল; চুয়াল আর জুড়্‌বে না! বড় কষ্ট!

ঝি। (ঠান্‌দিদির পায়ে পড়িয়া—গোঁগাইয়া) আ—কে ক্ষ—মা!

ঠান্‌দি। ভাল হ'য়ে উঠো মা! ভাল হ'য়ে উঠো! বাবু! এখন আসি।

[প্রস্থান।

নকুড়। ঝি! ওটাকে (শশীমুখীকে দেখাইয়া) এখান থেকে নিয়ে যা!

ঝি। আ—ছা।

শশীমুখীকে লইয়া ঝির প্রস্থান।

গাহিতে গাহিতে একদল বাউলের প্রবেশ।

বাউল দল।

গাঁয়ের বাবুর ঢঙ ফিরেছে,
রঙ্ খুলেছে ভাল।

আউলে। (নাচিতে নাচিতে)

আউলে ক্ষেপা, খেলার রাজা,
সাম্‌লে গুটী চালো॥

বাউল দল।

নতুন সাজে, গাঁ সেজেছে,
ঘুচ্‌লো আঁধার রাশি।

আউলে। (নাচিতে নাচিতে)

নকুড় বাবু, গাঁয়ের বাবু,
আউলে ক্ষেপার হাসি॥
ওরে, কাল্‌পুরুষের, সূক্ষ্ম বিচার,
তুফান গেলো ঘুচে।
ওরে, মনের মানুষ, ঘরে পেয়ে,
আউলে ক্ষেপা নাচে ;—
আরে হো—আউলে ক্ষেপা নাচে॥

বাউলদলের চক্রাকারে নকুড়-বাবুকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে নাচিতে গীত।

(বাউলের স্থর ।)

সহরের মায়া ছাড়ো ভাই !
সহরের মায়া ছাড়ো ভাই !
সাধ ক'রে ভাই ! হাপর-কলে,
কেন পুড়ে হ'বি ছাই ॥
কেঁদে বলেন গ্রাম-জননী,—
'জল দে আমার মুখে !'—
এত ছেলে না শুনিস্ তা,
বিভোর সহর-সুখে,
ওরে, অন্তকালে ঐ মা ছাড়া,
আর যে গতি নাই ॥
বেছে বেছে রতন এনে,—
গাঁয়েরে সাজাও,—
তড়াগ কেটে,—লহরে তার,
পিয়াসা মিটাও !
পথের কাদা দে ভাই মুছে,—
ছেলের কাজ ত তাই ॥

আউলে।

নেচে নেচে আউলে বলে,—
(ওরে) মায়ের দুধে মানুষ হওয়া,-
ছেলের কাজ ত তাই ॥

